

এইচ এস সি যুক্তিবিদ্যা

অধ্যায়-২: যৌক্তিক বিভাগ

প্রশ্ন-১



[সকল বোর্ড-২০১৮/এস নং ২/]

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
- খ. সংকর বিভাগ অনুপপত্তি কেন ঘটে? ২
- গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. যুক্তিবিদ্যার আলোকে উদ্দীপকের বিভাজনটির সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি গ্রন্থ নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াই হলো যৌক্তিক বিভাগ।

খ. যৌক্তিক বিভাগে একাধিক নীতি অনুসরণ করার কারণে সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে, কোনো পদের বিভাগায়নে একটি নীতি অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে একাধিক মূলনীতি অনুসরণ করা হলে বিভাগ প্রক্রিয়ায় ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। একেই সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি বলে। যেমন: মানুষকে শিক্ষিত ও সং নামক পদে বিভক্ত করলে 'শিক্ষিত' ও 'সং' নামক দুটি মূলনীতি অনুসরণ করতে হয়। এ কারণে এটি সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি দোষে দুষ্ট হবে।

গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের দ্বিকোটিক বিভাগের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ যুক্তিবিদ জেরেমি বেনথাম সর্বপ্রথম দ্বিকোটিক বিভাগের ধারণা প্রবর্তন করেন। দ্বিকোটিক বিভাগ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে কোনো শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদকে দুটি উপজাতিতে ভাগ করা হয়। এদের একটি হয় সদর্থক পদ অপরটি নঞর্থক পদ। অর্থাৎ দ্বিকোটিক বিভাগে বিভক্ত দুটি উপজাতি হলো পরস্পর বিরুদ্ধ পদ। যেমন-মানুষকে 'সুন্দর' ও 'অসুন্দর' এ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া হলো দ্বিকোটিক বিভাগ।

উদ্দীপকে 'সত্তা' পদকে প্রথমে চেতন ও অচেতন, 'চেতন' পদকে জীব ও অ-জীব, 'জীব' পদকে মানুষ ও অ-মানুষ এবং 'মানুষ' পদকে ছাত্র ও অ-ছাত্র পদে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি বিভক্তিতে উপজাতিগুলো পরস্পর বিরুদ্ধ পদ হিসেবে বিবেচিত। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের দ্বিকোটিক বিভাগের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের বিভাজনটি দ্বিকোটিক বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিচে যুক্তিবিদ্যার আলোকে এ বিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ করা হলো—

দ্বিকোটিক বিভাগে উপশ্রেণিগুলোর মিলিত ব্যত্যর্থ মূল শ্রেণির ব্যত্যর্থের সমান। এ কারণে দ্বিকোটিক বিভাগে অব্যাপক বিভাগ ও অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। এ ছাড়াও বিরোধ নিয়ম ও মধ্যম রহিত নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে এতে সংকর বিভাগ বা পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ নামক অনুপপত্তিও ঘটে না। বস্তুত দ্বিকোটিক বিভাগ একটি সহজ-সরল প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতিতে জাতিবাচক পদটিকে শুধু হ্যাঁ-বাচক ও না-

বাচক পদে বিভক্ত করতে হয়। যেমন—উদ্দীপকের প্রতিটি ছকে বিভাজ্য পদগুলো হ্যাঁ-বাচক বা না-বাচক হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে। তাই যেকোনো ব্যক্তি কোনো নিয়ম ব্যতিরেকে এই বিভাগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে।

অন্যদিকে, দ্বিকোটিক বিভাগের কিছু অসুবিধা লক্ষ করা যায়। কারণ দ্বিকোটিক বিভাগে নঞর্থক পদ দিয়ে নির্দেশিত উপজাতি সম্পর্কে আমরা সূচু জ্ঞান লাভ করতে পারি না। ছকে উল্লিখিত অচেতন, অ-জীব, অ-মানুষ এবং অ-ছাত্র পদ দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বোঝায় না। পাশাপাশি দ্বিকোটিক বিভাগের নেতিবাচক পদটি আসলে একটি সদর্থক পদের বিরুদ্ধ শব্দ যা বাস্তব ঘটনাভিত্তিক নয়।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিকোটিক বিভাগ হলো পদের বিভক্তকরণের একটি বিকল্প প্রক্রিয়া। এ কারণে দ্বিকোটিক বিভাগ প্রক্রিয়ার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবে সীমিত পরিসরে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-২ দৃশ্যকল্প-১:



দৃশ্যকল্প-২:



দৃশ্যকল্প-৩:



[ঢাকা বোর্ড-২০১৭/এস নং ২/]

- ক. দ্বিকোটিক বিভাগ কী? ১
- খ. সর্বনিম্ন উপজাতিতে বিভক্ত করা যায় না কেন? ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কী ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এবং ৩ এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দ্বিকোটিক বিভাগ হলো কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত দুটি বিরুদ্ধ উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া।

খ. সর্বনিম্ন বা ক্ষুদ্রতম উপজাতির কোনো নিম্নতর উপজাতি থাকে না বিধায় এর যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়।

যৌক্তিক বিভাগের উপজাতি হলো শ্রেণিবাচক পদ। এ জাতীয় পদকে বিভক্ত করলে একক ব্যক্তি বা বস্তুকে পাওয়া যায়। যৌক্তিক বিভাগের নিয়মানুযায়ী যেহেতু একক ব্যক্তি বা বস্তুর বিভাজন করা যায় না, তাই ক্ষুদ্রতম উপজাতিতেও বিভক্ত করা যায় না।

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মানুযায়ী কোনো পদের বিভক্তকরণের সময় একটিমাত্র মূলসূত্র অনুসরণ করতে হবে। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে যদি একাধিক মূলসূত্র অনুসরণ করা হয় তাহলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে। আর

এরূপ ত্রাত্ত বিভাগের নাম সংকর বিভাগ। যেমন— 'মানুষ' জাতিকে সং, ফর্সা ও জ্ঞানী এ তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হলে সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটবে। কারণ এখানে পদের বিভক্তকরণে একটির পরিবর্তে তিনটি মূলসূত্র (সত্যতা, বর্ণ ও জ্ঞান) গ্রহণ করা হয়েছে।

দৃশ্যকল্প-১ এ 'মানুষ' পদকে সং, লম্বা ও ফর্সা এ তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যৌক্তিক বিভাগে একটির পরিবর্তে তিনটি সূত্র (সত্যতা, উচ্চতা ও বর্ণ) গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে দৃশ্যকল্প-১ এ 'মানুষ' পদকে তিনটি সূত্রের মাধ্যমে বিভক্ত করায় সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

দৃশ্যকল্প-২ এ অব্যাপক বিভাগ এবং দৃশ্যকল্প-৩ এ অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে। নিচে উভয় বিভাগ প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

আমরা জানি, যৌক্তিক বিভাগের বিভক্ত উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতির সংখ্যার চেয়ে কম হলে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। যেমন— দৃশ্যকল্প-২ এ প্রাণী জাতিকে মানুষ, গরু, ঘোড়া, ছাগল উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে উপজাতিগুলোর পরিমাণ জগতের সমস্ত প্রাণীর পরিমাণের চেয়ে কম হয়েছে। অর্থাৎ জগতের অন্যান্য প্রাণীর নাম বিভাজন প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়েছে। এ কারণে দৃশ্যকল্প-২ এ অব্যাপক বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

অন্যদিকে, যৌক্তিক বিভাগের বিভক্ত উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতির সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। যেমন— দৃশ্যকল্প-৩ এ উল্লেখিত মানুষ পদকে এশিয়াবাসী, অস্ট্রেলিয়াবাসী, আমেরিকাবাসী, আফ্রিকাবাসী, ইউরোপবাসী ও বনমানুষে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতির সংখ্যা থেকে বেশি হয়েছে। এর ফলে অতিব্যাপক বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায়, অব্যাপক ও অতিব্যাপক উভয়ই ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ প্রক্রিয়া। এরূপ ত্রুটি বা অনুপপত্তি নিরসনে আমাদের যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ যৌক্তিক বিভাগের বিভক্ত-উপশ্রেণিগুলোর বিভাজ্য জাতির সমান ব্যত্যর্থ রাখতে হবে।

প্রশ্ন ৩



রাজস্বাস্থী বোর্ড-২০১৭। প্রশ্ন নং ২: মণোর বোর্ড-২০১৭। প্রশ্ন নং ৩: ইম্পারিয়াল পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ২।

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
- খ. ক্ষুদ্রতম উপজাতির যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয় কেন? ২
- গ. ছক-১ এ কোন ধরনের বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ছক-১ ও ছক-২ এর বিভাজন প্রক্রিয়া তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি নীতি বা সূত্র অনুসারে কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. সৃজনশীল ২নং প্রশ্নের 'খ' উত্তর দেখো।

গ. ছক-১ এ উল্লম্বন বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক বিভাগের যষ্ঠ নিয়মানুযায়ী, সর্বোচ্চ পদ বা জাতির বিভক্তকরণে মধ্যবর্তী স্তর বা উপজাতিতে (Species) বাদ দেওয়া যাবে না। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে উল্লম্বন বিভাগ নামক যুক্তিদোষ ঘটে। যেমন— 'প্রাণী' জাতিকে বিভক্ত করতে গিয়ে 'মানুষ' উপজাতি মধ্যবর্তী স্তরকে উল্লম্বন না করে 'সত্য' ও 'অসত্য' উপজাতিতে বিভক্ত করলে উল্লম্বন বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটবে।

ছক-১ এ উল্লম্বিত 'জীব' জাতিকে 'শিক্ষিত মানুষ' ও 'অশিক্ষিত মানুষ' উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভক্তকরণে মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে 'মানুষ' পদটি বাদ পড়েছে। এ কারণে ছক-১ এ উল্লম্বন বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

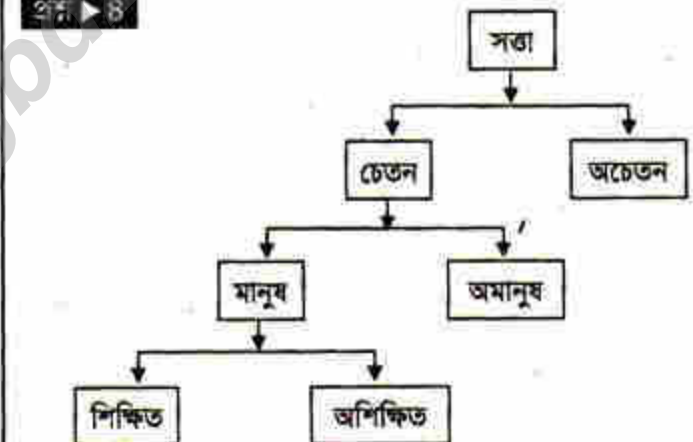
ঘ. ছক-২ এর বিভাজন প্রক্রিয়া যৌক্তিক বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে ছক-১ এর বিভাজন প্রক্রিয়াটি ভুল হলেও ছক-২ এর প্রক্রিয়াটি সঠিক।

আমরা জানি, একটি নীতি বা সূত্রের ওপর ভিত্তি করে কোনো শ্রেণিকে তার অন্তর্গত উপশ্রেণিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। সাধারণত বিভক্ত উপশ্রেণি দুটির মধ্যে একটিতে ঐ শ্রেণির বিশেষ গুণটি বিদ্যমান থাকলেও অন্যটিতে থাকে না। যেমন— ছক-২ এ বর্ণিত মানুষ পদকে 'সত্যতার' ভিত্তিতে সত্য মানুষ ও অসত্য মানুষে বিভক্ত করা হয়েছে। এ বিভক্তকরণে যৌক্তিক বিভাগের সকল নিয়মই অনুসরণ করা হয়েছে। তাই এটি একটি শুদ্ধ যৌক্তিক বিভাগ।

যৌক্তিক বিভাগের যষ্ঠ নিয়ম অনুসারে, ক্রমিক বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রতিটি জাতিকে তার নিকটতম উপজাতিতে ভাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী কোনো স্তরকে বাদ দেওয়া যাবে না। কিন্তু ছক-১ এ মানুষ পদকে বাদ দিয়ে 'জীব' জাতিকে 'শিক্ষিত মানুষ' ও 'অশিক্ষিত মানুষ' পদে বিভক্ত করা হয়েছে। এ কারণে ছক-১ এর দৃষ্টান্ত হলো ত্রাত্ত যৌক্তিক বিভাগ। এটি উল্লম্বন বিভাগজনিত অনুপপত্তি হিসেবে পরিগণিত।

পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক বিভাগে একটিমাত্র মূলসূত্র অনুসরণ করে পদের বিভাগায়ন করা যায়। এ বিভাগায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো জাতি বা শ্রেণির মধ্যবর্তী স্তরকে বাদ দেওয়া যায় না। ছক-২ এ এই নিয়মটি অনুসরণ করা হলেও ছক-১ এ তা লঙ্ঘন করা হয়েছে। এ কারণেই ছক-১ ও ছক-২ এর বিভাজন প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা লক্ষণীয়।

প্রশ্ন ৪



চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭। প্রশ্ন নং ২।

- ক. যৌক্তিক বিভাগের সংজ্ঞা দাও। ১
- খ. অজাগত বিভাগ অনুপপত্তি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে যৌক্তিক বিভাগের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. যুক্তিবিদ্যার আলোকে উদ্দীপকের বিভাজনটির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ তুলে ধরো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি সূত্র বা নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতি বা উচ্চতর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত উপজাতি বা নিম্নতর শ্রেণিসমূহে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. শ্রেণিবাচক পদের পরিবর্তে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অংশে ভাগ করার প্রক্রিয়াই হলো অজাগত বিভাগ অনুপপত্তি। যৌক্তিক বিভাগে সাধারণ কোনো শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদকে বিভক্ত করা যায়, ব্যক্তি বা বস্তুকে নয়। কিন্তু এ নিয়ম অমান্য করে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হলে অজাগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে। যেমন— মানুষকে হাত, পা, মাথা, কান, ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হলো অজাগত বিভাগজনিত অনুপপত্তির দৃষ্টান্ত।

গ উদ্দীপকে যৌক্তিক বিভাগের 'একটি মূলনীতি' অনুসরণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

যৌক্তিক বিভাগের কোনো জাতিবাচক পদের বিভক্তকরণে একটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। যেমন- 'মানুষ' পদকে 'সত্যতা' নামক গুণের মানদণ্ডে সৎ ও অসৎ শ্রেণিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া হলো যৌক্তিক বিভাগ। কারণ এখানে 'সত্যতা' নামক একটি মূলনীতির আলোকে মানুষ পদকে বিভক্ত করা হয়েছে।

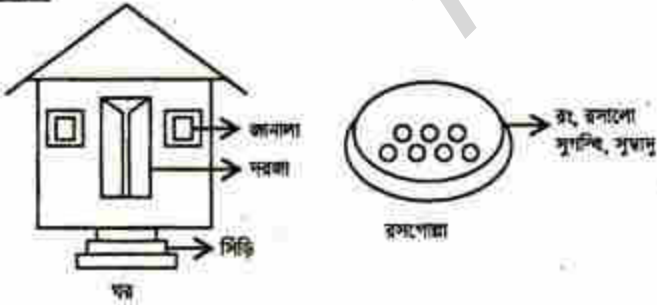
উদ্দীপকে বর্ণিত ছকে সত্তাকে 'চেতনা' নামক একটি মূলনীতির ভিত্তিতে চেতন ও অচেতন, আবার চেতনকে মনুষ্যত্ব নীতির ভিত্তিতে মানুষ ও অমানুষ এবং মানুষকে শিক্ষা নীতির ভিত্তিতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত পদে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সকল পদের বিভক্তকরণে একটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ কারণে বলা যায়, উপর্যুক্ত ছকটি যৌক্তিক বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের বিভাজনটি দ্বিকোটিক বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমরা জানি, দ্বিকোটিক বিভাগে উপশ্রেণিগুলোর মিলিত ব্যক্ত্যর্থ মূল শ্রেণির ব্যক্ত্যর্থের সমান। এ কারণে দ্বিকোটিক বিভাগে অব্যাপক বিভাগ ও অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। এ ছাড়াও বিরোধ নিয়ম ও মধ্যম রহিত নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে এতে সংকর বিভাগ বা পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে না। বস্তুত দ্বিকোটিক বিভাগ একটি সহজ-সরল প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতিতে জাতিবাচক পদটিকে শুধু হ্যা-বাচক ও না-বাচক পদে বিভক্ত করতে হয়। উদ্দীপকের প্রতিটি ছকে বিভাজ্য পদগুলো হ্যা-বাচক বা না-বাচক হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে। তাই যেকোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম ছাড়াই এই বিভাগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে।

অন্যদিকে, দ্বিকোটিক বিভাগের কিছু অসুবিধা লক্ষ করা যায়। কারণ দ্বিকোটিক বিভাগে নঞর্থক পদ দিয়ে নির্দেশিত উপজাতি সম্পর্কে আমরা সূষ্ঠ জ্ঞান লাভ করতে পারি না। ছকে উল্লিখিত অচেতন, অমানুষ এবং অশিক্ষিত পদ দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বোঝানো হয় না। পাশাপাশি দ্বিকোটিক বিভাগের নেতিবাচক পদটি আসলে একটি সদর্থক পদের বিরুদ্ধ শব্দ, যা বাস্তব ঘটনাভিত্তিক নয়।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিকোটিক বিভাগ হলো পদের বিভক্তকরণের বিকল্প প্রক্রিয়া। দ্বিকোটিক বিভাগ প্রক্রিয়ার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও সীমিত পরিসরে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ৫



[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭] প্রশ্ন নং ২; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা।
প্রশ্ন নং ২।

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
- খ. যৌক্তিক বিভাগে একাধিক নীতি অনুসরণ করা হয় না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয়ের সাথে পাঠ্যসূচির কোন বিষয়ের সামঞ্জস্য আছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে ঘর ও রসগোল্লার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট নীতির আলোকে কোনো জাতিকে তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ যৌক্তিক বিভাগে একাধিক নিয়ম অনুসরণ করলে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেবে। এ কারণে যৌক্তিক বিভাগে একাধিক নীতি অনুসরণ করা হয় না।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে- কোনো পদের বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি নীতি অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে একাধিক নীতি অনুসরণ করলেই সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- 'মানুষ' পদকে সৎ, ফর্সা ও জ্ঞানী এ তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হলে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। কারণ এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটির পরিবর্তে তিনটি সূত্র (সত্যতা, বর্ণ ও জ্ঞান) গ্রহণ করা হয়েছে। তাই যৌক্তিক বিভাগে একাধিক নীতি অনুসরণ করা হয় না।

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত বিষয়ের সাথে পাঠ্যসূচির গুণগত বিভাগ ও অজাগত বিভাগের সামঞ্জস্য আছে।

গুণগত বিভাগে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন গুণে বিভক্ত করা হয়। এখানে গুণ বলতে ব্যক্তি বা বস্তুর অদৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যকেই বোঝানো হয়। যেমন- একটি আমকে তার স্বাদ, আকার, ওজন এর ভিত্তিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া হলো গুণগত বিভাগ। অন্যদিকে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় অজাগত বিভাগ। যেমন- কোনো গাছকে তার মূল, কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল, ফল অংশে বিভক্ত করলে তা হবে অজাগত বিভাগ।

উদ্দীপকে নির্দেশিত একটি ঘরকে জানালা, দরজা ও সিঁড়িতে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভক্তকরণ প্রক্রিয়া হলো অজাগত বিভাগ। কারণ ঘরের বিভক্ত অংশগুলো আমাদের কাছে দৃশ্যমান। অন্যদিকে, রসগোল্লাকে বর্ণ, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদে বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভক্তকরণ প্রক্রিয়াকে বলে গুণগত বিভাগ। কারণ রসগোল্লার বিভক্ত অংশগুলো আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়।

ঘ উদ্দীপকে ঘর ও রসগোল্লার সাথে অজাগত বিভাগ ও গুণগত বিভাগের সামঞ্জস্য আছে। নিচে উভয় বিভাগের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো—

অজাগত বিভাগ ও গুণগত বিভাগ যৌক্তিক বিভাগের দুটি ত্রুটিপূর্ণ বা ভ্রান্ত বিভাগ। সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন অজাগত বা অংশসমূহে বিভক্ত করলে অজাগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- উদ্দীপকে নির্দেশিত একটি ঘরকে জানালা, দরজা ও সিঁড়িতে বিভক্ত করার কারণে অজাগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটেছে। আবার কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত গুণসমূহের মধ্যে বিভক্ত করলে গুণগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- রসগোল্লাকে বর্ণ, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদে বিভক্ত করার কারণে গুণগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে।

সাধারণত অজাগত বিভাগের বিভক্ত বিষয়গুলো আমাদের কাছে দৃশ্যমান থাকে। যার ফলে বিভক্ত বিষয়গুলোকে আমরা সামগ্রিক ধারণা থেকে আলাদা করতে পারি। যেমন- একটি ঘরের বিভক্ত বিষয়গুলো, যথা- জানালা, দরজা ও সিঁড়ি আমাদের কাছে দৃশ্যমান। এ কারণে ঘরের সামগ্রিক ধারণা থেকে জানালা, দরজা ও সিঁড়িকে আলাদা করা যায়। অন্যদিকে, গুণগত বিভাগে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে অদৃশ্যমান। যেমন- রসগোল্লার বর্ণ, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ আমাদের কাছে অদৃশ্যমান। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রেই রসগোল্লার সামগ্রিক ধারণা থেকে বর্ণ, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদকে আলাদা করা যায় না।

বস্তুত যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়মে বলা হয়েছে, 'যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে সর্বদা একটি শ্রেণি বা জাতিকে বিভক্ত করতে হবে। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে নয়।' কিন্তু এই নিয়ম লঙ্ঘন করে উদ্দীপকের বিশিষ্ট পদকে (ঘর ও রসগোল্লা) বিভাজন করার কারণে অজাগত বিভাগ ও গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে। সুতরাং উভয় বিভাজন প্রক্রিয়া ভিন্ন হওয়ার কারণে ঘর ও রসগোল্লার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ৬ আকবর মৃত্যুর পরই আলী ও রিয়াজ দু'ভাই এর মধ্যে বড় একটা আম গাছের ভাগ নিয়ে গোলমাল শুরু হলো। রিয়াজ বললো, "আম গাছের পাতা, ডাল, কাণ্ড যা আছে তার প্রত্যেকটোর ভাগ আমার চাই।" প্রতিবেশী আরজ আলী বললেন, "আলীর তুলনায় তুমি বিদ্বান, ফর্সা, লম্বা ও সুন্দর হবে এমন অযৌক্তিক ভাগের কথা কীভাবে তুললে?"

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৭] প্রশ্ন নং ৩।

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
খ. সংকর বিভাগ অনুপপত্তি কেন ঘটে? ২
গ. উদ্দীপকে রিয়াজ সম্পর্কে আরজ আলীর ধারণা বিভাগের কোন ধরনের অনুপপত্তি? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রিয়াজের বস্তুবো যে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে পাঠ্যবিষয়ের আলোকে তার ব্যাখ্যা দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি সূত্র বা নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতি বা উচ্চতর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত উপজাতি বা নিম্নতর শ্রেণিসমূহে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. সৃজনশীল ১ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রিয়াজের বস্তুবো অঙ্গগত বিভাগজনিত অনুপপত্তি পরিলক্ষিত হয়।

অঙ্গগত বিভাগ হলো যৌক্তিক বিভাগের একটি ত্রুটিপূর্ণ বা ভ্রান্ত বিভাগ। সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা অংশসমূহে বিভক্ত করলে অঙ্গগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে। এ বিভাগের বিভক্ত বিষয়গুলো আমাদের কাছে দৃশ্যমান থাকে। যার ফলে বিভক্ত বিষয়গুলোকে আমরা সামগ্রিক ধারণা থেকে আলাদা করতে পারি। যেমন-কোনো গাছকে তার মূল, কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল, ফল অংশে বিভক্ত করলে তা হবে অঙ্গগত বিভাগ।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় রিয়াজ আম গাছকে পাতা, ডাল ও কাণ্ডে বিভক্ত করেছে। অর্থাৎ সে যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো বস্তুকে তার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছে। এ কারণে তার বস্তুবো অঙ্গগত বিভাগজনিত অনুপপত্তি পরিলক্ষিত হয়।

বস্তুত যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়মে বলা হয়েছে— 'যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে সর্বদা একটি জাতিবাচক পদকে বিভক্ত করতে হবে। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে নয়।' কিন্তু এই নিয়ম লঙ্ঘন করে উদ্দীপকের রিয়াজ বিশিষ্ট পদ আম গাছকে বিভাজন করেছে। এ কারণে তার বস্তুবো অঙ্গগত বিভাগজনিত অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৭. তমা বললো, 'যখন কোনো পদকে মাত্র দুটি মূলসূত্রের আলোকে আলাদা করা হয় তখন অনেক সমস্যা দূর করা সহজ হয়।' রেখা মানুষ পদকে বিভাজন করতে গিয়ে বললো, "মানুষ হলো সভ্য, শিক্ষিত ও সং জীব।"

[সিলেট বোর্ড-২০১৭] প্রশ্ন নং ২/

- ক. অঙ্গগত বিভাগ কী? ১
খ. অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. তমার বস্তুবো তোমার পাঠ্যবইয়ের কোনটিকে নির্দেশ করে? ৩
ঘ. রেখার বস্তুবো যৌক্তিক বিভাগের যে অনুপপত্তি ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করা হলে যে ভ্রান্তি ঘটে তাকেই বলে অঙ্গগত বিভাগ।

খ. যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী, বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থ মিলিত ভাবে বিভাজ্য জাতিটির ব্যক্ত্যর্থের সমান হবে। কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন করে যদি বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থ ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থের চেয়ে বেশি হয় তাহলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- মৃত্যুকে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ব্রোঞ্জ ও ব্যাংক নোটে বিভক্ত করা হলে অতিব্যাপক বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

গ. সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. রেখার বস্তুবো যৌক্তিক বিভাগের সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী একটি পদকে বিভক্ত করার সময় একটি মূলসূত্র গ্রহণ করতে হবে। যদি এই নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো পদকে একাধিক সূত্রের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয় তবে সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেবে। যেমন- 'মানুষ' পদটিকে একই সাথে 'বর্ণ' ও 'উচ্চতা' অনুসারে ভাগ করলে যে উপশ্রেণির উদ্ভব হবে তা হলো, 'লম্বা ও ফর্সা মানুষ' এবং 'বেঁটে ও কালো মানুষ'। এ বিভাগ প্রক্রিয়ায় সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে। কারণ এখানে দু'টি মূল সূত্রের ওপর নির্ভর করে 'মানুষ' জাতিকে বিভক্ত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় রেখা মানুষ পদকে সভ্য, শিক্ষিত ও সং জীবে বিভাজন করেছে। অর্থাৎ সে মানুষ পদকে সভ্যতা, শিক্ষা ও সত্যতা নামক তিনটি সূত্রের আলোকে বিভাজন করেছে। এতে তার বস্তুবো সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায়, সংকর বিভাগ একটি ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ প্রক্রিয়া। সাধারণত কোনো জাতিবাচক পদকে একাধিক নীতির আলোকে বিভক্ত করলে এরূপ ত্রুটি ঘটে। উদ্দীপকের রেখা তিনটি সূত্রের আলোকে মানুষ পদের বিভক্ত করেছে। তাই তার বিভক্তকরণে সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

প্রশ্ন ৮



[বরিশাল বোর্ড-২০১৭] প্রশ্ন নং ২: আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২/

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
খ. উল্লম্বন বিভাগ যুক্তিদোষ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ছক নং-৩ এ যৌক্তিক বিভাগের কোন বিষয়টির ইজিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ১নং ও ২নং ছকে যে বিষয়গুলো প্রতিকলিত হয়েছে সেগুলোর তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

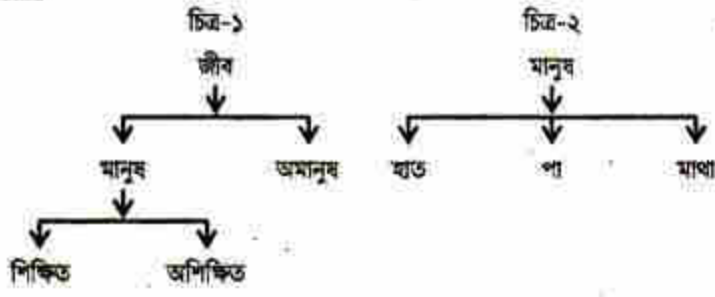
ক. কোনো একটি সূত্র বা নীতির ভিত্তিতে একটি জাতি বা উচ্চতর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত উপজাতি বা নিম্নতর শ্রেণিসমূহে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. যৌক্তিক বিভাগে সর্বোচ্চ পদ বা জাতির বিভক্তকরণে তার মধ্যবর্তী স্তর বা উপজাতি বাদ পড়লে উল্লম্বন বিভাগ নামক যুক্তিদোষ ঘটে।

যৌক্তিক বিভাগে একটি জাতিকে তার অন্তর্গত নিকটতম উপজাতিসমূহে বিভক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী কোনো স্তরকে বাদ দেওয়া যাবে না। কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হলে অনুপপত্তি ঘটেবে। এই অনুপপত্তিকেই উল্লম্বন বিভাগ অনুপপত্তি বলা হয়। যেমন- 'প্রাণী' জাতিকে বিভক্ত করতে গিয়ে 'মানুষ' উপজাতি উল্লেখ না করে 'সভ্য' ও 'অসভ্য' উপজাতিতে বিভক্ত করলে উল্লম্বন বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেবে।

গ. সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।



[দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭] প্রশ্ন নং ১০/

- ক. যৌক্তিক বিভাগে পদের কোন দিকটিকে ভাগ করা হয়? ১
 খ. বিশেষ গুণবাচক পদের যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয় কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ধারণাকে নির্দেশ করেছে তার সীমাবদ্ধতা লেখো। ৩
 ঘ. চিত্র-২ দ্বারা নির্দেশিত বিষয় চিত্র-১ এর মতো নিয়মসিদ্ধ হয়নি— বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যৌক্তিক বিভাগে পদের ব্যত্যর্থ বা পরিমাণগত দিকটিকে ভাগ করা হয়।

খ. বিশেষ গুণবাচক পদের অর্থ বিশ্লেষণ করা যায় না। এ কারণে বিশেষ গুণবাচক পদের যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়।

বিশেষ গুণবাচক পদ হলো অতি সরল পদ। যেমন- ভালো, মন্দ ইত্যাদি। এ ধরনের পদের অর্থ বিশ্লেষণ করা যায় না। তাই যৌক্তিক বিভাগে বিশেষ গুণবাচক পদের বিভক্তকরণ সম্ভব নয়।

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ পাঠ্যবইয়ের যৌক্তিক বিভাগের ধারণা নির্দেশ করেছে। নিচে যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা উপস্থাপন করা হলো—

যৌক্তিক বিভাগে ক্ষুদ্রতম উপজাতি হচ্ছে সর্বনিম্ন উপজাতি। এ জাতীয় উপজাতিকে বিভক্ত করলে একক ব্যক্তি বা বস্তু পাওয়া যায়। আর যৌক্তিক বিভাগের নিয়মানুযায়ী যেহেতু একক ব্যক্তি বা বস্তুর বিভাজন করা যায় না, তাই সর্বনিম্ন উপজাতিকেও বিভক্ত করা যায় না। যেমন- সর্বনিম্ন উপজাতি হিসেবে মানুষ পদকে যৌক্তিকভাবে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া যেসব বিষয় মানুষের আবেগের সাথে জড়িত (সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা প্রভৃতি) সেগুলোর ওপর যৌক্তিক বিভাগের নীতি প্রয়োগ করা যায় না। বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ যেমন- মুক্তিবাহিনী, সৈন্যবাহিনী, গ্রন্থাগার প্রভৃতির যৌক্তিক বিভাগ করা যায় না। আবার যে পদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অপরিপূর্ণ সেক্ষেত্রেও যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়। বিশেষ গুণবাচক পদ, যেমন- বৃত্ত, চতুষ্কোণ প্রভৃতির যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যৌক্তিক বিভাগ যুক্তিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

ঘ. চিত্র-২ দ্বারা নির্দেশিত অজাগত বিভাগ চিত্র-১ এর যৌক্তিক বিভাগের মতো নিয়মসিদ্ধ হয়নি— উক্তিটি যথার্থ।

একটি নীতি বা মূলসূত্রের আলোকে কোনো জাতি বা উচ্চতর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত উপজাতি বা নিম্নতর উপশ্রেণিসমূহে ভাগ করার মানসিক প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। যেমন— মানুষকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে জীব শ্রেণিকে মানুষ ও অমানুষ উপশ্রেণিতে বিভাগ করা। অন্যদিকে, শ্রেণিবাচক পদের পরিবর্তে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করার নামই হলো অজাগত বিভাগ। যেমন— একজন মানুষকে তার মাথা, পা, হাত, আঙ্গুল ইত্যাদি অংশে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াই হলো অজাগত বিভাগ। এ বিভাগে কোনো নির্দিষ্ট নীতি বা সূত্র অনুসরণ করা হয় না। এ কারণে অজাগত বিভাগ প্রক্রিয়া ভ্রান্ত বিভাগ হিসেবে পরিগণিত।

চিত্র-১ এ জীবকে মানুষের ভিত্তিতে মানুষ ও অমানুষ উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে যা নিয়মসিদ্ধ। অন্যদিকে, চিত্র-২ এ মানুষকে হাত, পা, মাথা প্রভৃতি অঙ্গে বিভক্ত করা হয়েছে। যা যৌক্তিক বিভাগ নয়, বরং অজাগত বিভাগ।

পরিশেষে বলা যায়, একটি মূলসূত্র অনুসরণ করার কারণে যৌক্তিক বিভাগ একটি শৃঙ্খল বিভাজন প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, মূলসূত্র না থাকার কারণে অজাগত বিভাগ একটি ভ্রান্ত বিভাজন প্রক্রিয়া। তাই বলা যায়, চিত্র-২ দ্বারা নির্দেশিত বিষয় চিত্র-১ এর মতো নিয়মসিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন ১০ 'ক' কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মতিয়ুর স্যার একই সাথে ফলাফল এবং উপস্থিতির ভিত্তিতে বেশি মেধাবী ও কম মেধাবী এবং কলেজিয়েট ও নন-কলেজিয়েট-এ ভাগ করেন। অন্যদিকে, জসীম স্যার শুধু ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মেধাবী এবং কম মেধাবী হিসেবে ভাগ করেন।

[ঢাকা বোর্ড-২০১৬] প্রশ্ন নং ২/

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কাকে বলে? ১
 খ. 'অজাগত বিভাগ যৌক্তিক বিভাগ নয়'— কেন? ২
 গ. উদ্দীপকে জসীম স্যারের বিভাগটি কোন ধরনের বিভাগকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মতিয়ুর স্যার এবং জসীম স্যারের বিভাগকরণের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি নির্দিষ্ট নীতি বা সূত্রের মাধ্যমে কোনো জাতি বা উচ্চতর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. অজাগত বিভাগে যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুসরণ করা হয় না বলে তা যৌক্তিক বিভাগ নয়।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণিবাচক পদকে বিভক্ত করা গেলেও কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু এ নিয়ম অমান্য করে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করা হলে অজাগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- মানুষকে হাত, পা, মাথা, কান ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হলে অজাগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে। এই কারণে বলা হয়, অজাগত বিভাগ যৌক্তিক বিভাগ নয়।

গ. উদ্দীপকের জসীম স্যারের বিভাগটি যৌক্তিক বিভাগকে নির্দেশ করে। আমরা জানি, কোনো নীতি বা সূত্রের ওপর ভিত্তি করে একটি শ্রেণিকে তার অন্তর্গত উপশ্রেণিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। এ বিভাগে বিভক্ত দুটি উপশ্রেণির মধ্যে একটিতে মূলশ্রেণির ঐ বিশেষ গুণটি বিদ্যমান থাকলেও অন্যটিতে তা অনুপস্থিত থাকে। যেমন- মানুষকে 'শিক্ষা' নামক মূলসূত্রের ভিত্তিতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষে বিভক্ত করা।

উদ্দীপকে জসীম স্যার 'পরীক্ষার ফলাফল' নামক মূলসূত্রের ভিত্তিতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবী এবং কম মেধাবী হিসেবে ভাগ করেন। এর ফলে একদল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একদিকে মেধাবী এবং অন্যদলে কম মেধাবী শিক্ষার্থী পরিলক্ষিত হয়। এ কারণেই জসীম স্যারের বিভাগটি যৌক্তিক বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত মতিয়ুর স্যারের বিভাগটি সংকর বিভাগ হলেও জসীম স্যারের বিভাগটি যৌক্তিক বিভাগ। নিচে উভয় বিভাগের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

একটি নির্দিষ্ট নীতি বা সূত্রের ভিত্তিতে কোনো শ্রেণিবাচক পদকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপশ্রেণিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। যেমন- 'সত্যতা' গুণটিকে মূলসূত্র ধরে নিয়ে মানুষকে 'সৎ মানুষ' ও 'অসৎ মানুষ'— এ দু'ভাগ করা হলো যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, একাধিক মূল নীতির ভিত্তিতে বিভক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হলে যে বিভাগের উদ্ভব ঘটে তাকে সংকর বিভাগ বলে। অর্থাৎ সংকর বিভাগে একাধিক নীতি

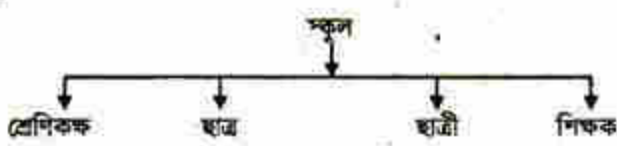
থাকে। যেমন- 'লোকটি সং এবং শিক্ষিত'। এখানে সততা ও শিক্ষা নামক দুটি মূলনীতি ব্যবহারের ফলে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে। আমরা জানি, যৌক্তিক বিভাগে পদের বিভক্তকরণের ছয়টি নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এ কারণে এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কিন্তু সংকর বিভাগে পদের বিভক্তকরণের কোনো নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। এ কারণে এটি একটি ভ্রান্ত বা লৌকিক প্রক্রিয়া।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায়, মতিয়ুর স্যার তার বিভাগ প্রক্রিয়ায় ফলাফল ও উপস্থিতি নামক দুটি নীতির ব্যবহার করেছেন, যা সংকর বিভাগকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, জসিম স্যার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভাগ করার ক্ষেত্রে শুধু পরীক্ষার ফলাফল নামক একটি নীতির সাহায্য নিয়েছেন, যা যৌক্তিক বিভাগকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত বিভাগ দুটির মূল কারণ হলো- বিভাগের নিয়ম অনুসরণ করা ও না করার প্রসঙ্গ। মতিয়ুর স্যার একাধিক সূত্রের সাহায্যে একটি শ্রেণিকে বিভক্ত করেছেন বলে তার বিভক্তকরণ প্রক্রিয়াটি ভ্রান্ত। অন্যদিকে, জসিম স্যার একটি নীতির সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভক্ত করেছেন বলে তার বিভক্তকরণ প্রক্রিয়াটি সঠিক।

প্রশ্ন ১১

চিত্র-১:



চিত্র-২:

প্রতিযোগিতা



[রাজপাখী বোর্ড-২০১৬ / প্রশ্ন নং ২]

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
- খ. বিশিষ্ট পদের যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয় কেন? ২
- গ. চিত্রে-১ এর বিভাজন প্রক্রিয়াটিতে কোন অনুপপত্তির সৃষ্টি হয়েছে? ৩
- ঘ. চিত্র-২ এর বিভাজন প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে বিশ্লেষণসহ নিজস্ব মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি গ্রাহ্য নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াই হলো যৌক্তিক বিভাগ।

খ. বিশিষ্ট পদকে কোনো উপজাতিতে বিভক্ত করা যায় না বলে এ পদের যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়।

একটি মূল নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করা হলে তাকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। কিন্তু বিশিষ্ট পদের যৌক্তিক বিভাগ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ বিশিষ্ট পদকে ভাগ করলে কোনো উপজাতি পাওয়া যায় না। যেমন- মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ এসব কখনোই ভাগ করা যায় না। এই কারণে এসব বিশিষ্ট পদের যৌক্তিক বিভাগ করা অসম্ভব।

গ. চিত্র-১ এর বিভাজন প্রক্রিয়াটিতে অজাগত বিভাগ অনুপপত্তির সৃষ্টি হয়েছে।

যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়মানুসারে, কোনো পদকে সর্বদা একটি শ্রেণি বা জাতিতে বিভক্ত করতে হবে, কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুতে বিভক্ত করা যাবে না। এ কারণে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অজাগতমূহে বিভক্ত করা হলে অজাগত বিভাগ নামক দোষ বা অনুপপত্তি ঘটে।

চিত্র-১-এ স্কুলকে শ্রেণিকক্ষ, ছাত্র, ছাত্রী ও শিক্ষক এই চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বস্তুত এসব বিভক্ত উপাদানগুলোকে স্কুল প্রতিষ্ঠানের

অজাগ-প্রত্যজ্ঞের অংশ হিসেবে বিবেচিত হলেও কোনো শ্রেণি বা উপজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ স্কুল একটি বিশিষ্ট পদ। তাই স্কুলকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করায় চিত্র-১-এ অজাগত বিভাগ নামক দোষ বা অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ১২ কমল ও কাঞ্চন দুই ভাই। তাদের মামা দুই জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কিছু খেলনা নিয়ে এসেছেন। খেলনাগুলো তারা ভাগ করতে চাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হলো কীভাবে ভাগ করবে। মা বললেন, তোমরা আকার, আকৃতি, রং ইত্যাদির ভিত্তিতে ভাগ করে নাও। মায়ের কথা শুনে বাবা বললেন, তা কী করে সম্ভব? বরং কোনো কিছু ভাগ করতে গেলে একটি পদ্ধতি বা নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। তা না হলে ভাগ প্রক্রিয়াটি ভুল হতে পারে।

[দিনাজপুর বোর্ড-১৬ / প্রশ্ন নং ২]

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
- খ. অজাগত ও গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি কেন ঘটে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. আলোচ্য উদ্দীপকে মায়ের ভাগ প্রক্রিয়াটি যৌক্তিক বিভাগের কোন নিয়মের পরিপন্থী? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে 'বাবা' এবং 'মা' এর বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখাও কোনটিতে যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে এবং কীভাবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি মূল সূত্রের ভিত্তিতে কোনো জাতি বা উচ্চতর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত উপজাতি বা নিম্নতর শ্রেণিসমূহে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন অজাগ-প্রত্যজ্ঞ ও গুণসমূহে বিভক্ত করা হলে অজাগত ও গুণগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে।

অজাগত বিভাগ ও গুণগত বিভাগ দুটি যৌক্তিক বিভাগের ত্রুটিপূর্ণ বা ভ্রান্ত বিভাগ। সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন অজাগ-প্রত্যজ্ঞ বা অংশে বিভক্ত করলে অজাগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- একটি ঘরকে মেঝে, বারান্দা, দেয়াল, ছাদ ইত্যাদি অংশে ভাগ করলে অজাগত বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটে। আবার কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত গুণসমূহের মধ্যে বিভক্ত করলে গুণগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- চিনিকে সাদাত্ব, মিষ্টিত্ব, কঠিনতা, ইত্যাদি গুণে বিভক্ত করার কারণে গুণগত বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

গ. উদ্দীপকে মায়ের ভাগ প্রক্রিয়াটি যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মের পরিপন্থী।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মটি হলো- কোনো পদ বা শ্রেণির বিভক্তকরণে একই সময় একটি মূলসূত্র অনুসরণ করতে হবে। বিভাগের এ নিয়মটি অমান্য করে একাধিক সূত্রের আশ্রয় নিয়ে কোনো পদের বিভাগ করা হলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ ভ্রান্ত বিভাগের নাম সংকর বিভাগ।

উদ্দীপকে বর্ণিত কমল ও কাঞ্চনের মা খেলনা বিভক্ত করার ক্ষেত্রে আকার, আকৃতি, রং এর মাধ্যমে তিনটি সূত্র বা নীতি গ্রহণ করেছেন। ফলে বিভক্ত উপশ্রেণিগুলো পরস্পর মিশ্রিত হয়ে যায়। কারণ একসাথে সকল খেলনার আকার, আকৃতি, রং- একই হতে পারে না। তাই এখানে সংকর বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. উদ্দীপকে কমল ও কাঞ্চনের বাবা-মায়ের বক্তব্যের মধ্যে বাবার বক্তব্যে যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়মানুসারে কোনো পদের বিভক্তকরণে একটি মূলসূত্র অনুসরণ করতে হবে। এ নিয়মটি অমান্য করে একাধিক সূত্রের আশ্রয়ে কোনো পদের ভাগ করা হলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ ভ্রান্ত বিভাগের নাম সংকর বিভাগ। যেমন- মানুষ জাতিকে একই সাথে সততা ও শিক্ষার ভিত্তিতে বিভক্ত করলে এই অনুপপত্তি ঘটবে।

উদ্দীপকে কমল ও কাঞ্চনের মা খেলনা বিভক্ত করার ক্ষেত্রে আকার, আকৃতি, রং এরূপ তিনটি মূলনীতির কথা বলেন। তার এই বক্তব্য সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ কোনো বস্তুকে একই সাথে তিনটি নীতির ভিত্তিতে ভাগ করা যায় না, বরং একটি নীতির ভিত্তিতে ভাগ করতে হয়। অন্যদিকে, কমল ও কাঞ্চনের বাবা খেলনা ভাগ করার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলেন। অর্থাৎ বাবার বক্তব্য যৌক্তিক বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক বিভাগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। সেখানে একটি মূলসূত্রের ওপর ভিত্তি করে পদের বিভক্তকরণ হয়ে থাকে। উল্লেখিত উদ্দীপকে কমল ও কাঞ্চনের বাবার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিভক্তকরণের এই নিয়মটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন-১৩



- ক. অজ্ঞাগত বিভাগ কী? ১
- খ. অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি কখন ঘটে? ২
- গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এ যৌক্তিক বিভাগের কোন নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. চিত্র-২ এবং চিত্র-৩ এ বিভাগ পদ্ধতির যে দিকগুলো ফুটে উঠেছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করাই হলো অজ্ঞাগত বিভাগ।

খ. যৌক্তিক বিভাগে কোনো বিভক্ত উপজাতির ব্যত্যর্থ জাতির ব্যত্যর্থের চেয়ে বেশি হলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে।

অতিব্যাপক বিভাগ একটি ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ। যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম অনুযায়ী, বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যত্যর্থ মিলিতভাবে বিভাজ্য জাতির ব্যত্যর্থের সমান হবে। কিন্তু এই নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো বিভাগে বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যত্যর্থ জাতির ব্যত্যর্থের চেয়ে বেশি হলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। যেমন- মুদ্রাকে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ব্রোঞ্জ ও ব্যাংক নোটে বিভক্ত করা হলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে।

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এ যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মানুযায়ী, একটি নীতি বা মূলসূত্রের আলোকে পদের বিভাগ করতে হবে। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে যদি একাধিক মূলসূত্রের আলোকে কোনো পদকে বিভক্ত করা হয় তবে সংকর বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- মানুষ পদকে সং, ফর্সা ও জ্ঞানী এ তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত করলে দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করা হবে। কারণ এখানে সত্যতা, বর্ণ ও জ্ঞান নামক তিনটি নীতি বা মূলসূত্রের আলোকে মানুষ পদকে বিভক্ত করা হয়েছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত উদ্দীপকের চিত্র-১ এ লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের চিত্র-১-এ মানুষ পদকে শিক্ষিত, লম্বা ও চাকরিজীবী পদে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে একটি নীতির পরিবর্তে শিক্ষা, উচ্চতা ও পেশা এরূপ তিনটি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে যা যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মবিরুদ্ধ।

ঘ. চিত্র-২-এ যৌক্তিক বিভাগ এবং চিত্র-৩-এ গুণগত বিভাগ ফুটে উঠেছে। যৌক্তিক বিভাগ ও গুণগত বিভাগের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে উভয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—

যৌক্তিক বিভাগে একটি মূলনীতির মাধ্যমে জাতি বা সর্বোচ্চ পদের বিভাগ করা হয়। অর্থাৎ এই বিভাগ প্রক্রিয়া একটি সূত্র বা নীতি ভিত্তিক। যেমন— 'সভ্যতা' নামক মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে মানুষকে 'সভ্য মানুষ' ও 'অসভ্য মানুষ' এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। অন্যদিকে, গুণগত বিভাগের কোনো সূত্র বা নীতি নেই। যেমন— নির্দিষ্ট কোনো নীতি ব্যতিরেকে মানুষকে হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদিতে বিভক্ত করা। যৌক্তিক বিভাগে একটি জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিতে ভাগ করা হয়। কিন্তু গুণগত বিভাগে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন গুণে ভাগ করা হয়। সর্বোপরি যৌক্তিক বিভাগে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পদের বিভক্ত করা হয় বলে এটি একটি ত্রুটিমুক্ত পদ্ধতি। অন্যদিকে, গুণগত পদ্ধতিতে যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়ম ভঙ্গ করা হয় বলে এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি।

চিত্র-২-এ উল্লেখিত ব্যবসায়ী শ্রেণিকে সং ব্যবসায়ী ও অসং ব্যবসায়ী এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করার কারণে এটি একটি ত্রুটিমুক্ত যৌক্তিক বিভাগ। অন্যদিকে চিত্র-৩-এ আমকে তার বিভিন্ন গুণসমূহে তথা আকৃতি, স্বাদ ও গন্ধে বিভক্ত করার কারণে গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে, যা একটি ভ্রান্ত বিভাগ।

পরিশেষে বলা যায়, সূত্র থাকা ও না থাকার কারণে যৌক্তিক বিভাগ ও গুণগত বিভাগের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। যেমন- চিত্র-২ এ সত্যতা নামক মূলসূত্রের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী শ্রেণিকে সং ও অসং ব্যবসায়ীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এটি যথার্থ যৌক্তিক বিভাগের দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে, আম ফল ভাগ করার ক্ষেত্রে কোনো সূত্রের সাহায্য গ্রহণ না করে বিভিন্ন গুণের বর্ণনা করা হয়েছে যা গুণগত বিভাগ বা ভ্রান্ত বিভাগ হিসেবে বিবেচিত।

প্রশ্ন-১৪ রীতা ও রাজা বন্ধুদের সাথে বৃক্ষমেলায় গিয়েছে। বাড়ি ফিরলে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী কী গাছ দেখলে? উত্তরে রীতা বললো, বিভিন্ন রকমের গাছ দেখেছি। এর মধ্যে ৯০% গাছই ফলযুক্ত আর ১০% গাছ ফলবিহীন। বোনকে থামিয়ে দিয়ে রাজা বললো, না বাবা, ৯০% গাছ ফলযুক্ত আর ১০% গাছ পাতাবিহীন। বাবা হেসে বললেন, রাজা, গাছকে এভাবে বিভাজন করা যায় না।

[সিলেট বোর্ড-২০১৬] প্রশ্ন নং ২/

ক. যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়ায় একই সময়ে কয়টি মূলসূত্র অনুসরণ করা হয়? ১

খ. যৌক্তিক বিভাগ কী? ২

গ. উদ্দীপকে রীতার বক্তব্যে যৌক্তিক বিভাগের কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রীতা ও রাজার বক্তব্যে যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম ও অনুপপত্তি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়ায় একই সময়ে একটি মূলসূত্র অনুসরণ করা হয়।

খ. একটি সূত্র বা নীতির ভিত্তিতে কোনো উচ্চতর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত নিম্নতর শ্রেণিসমূহে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

যৌক্তিক বিভাগে সর্বদা একটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। যেমন- 'সত্যতা' নামক মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে মানুষ পদকে যৌক্তিকভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা— সং মানুষ ও অসং মানুষ।

গ. উদ্দীপকের রীতার বক্তব্যে যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মানুযায়ী, একটি নীতি বা মূলসূত্রের আলোকে পদের বিভাগ করতে হবে, কোনোভাবেই একের অধিক নয়।

এ নীতির কারণে আমরা 'শিক্ষা' মূলনীতির ভিত্তিতে 'মানুষ' জাতিকে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিত' এ দুটি উপজাতিতে ভাগ করতে পারি। আবার সততার ভিত্তিতে 'সং' ও 'অসং' এ দুটি উপজাতিতে ভাগ করতে পারি। অনুরূপ দৃষ্টান্ত উদ্দীপকের রিতার বক্তব্যে লক্ষ করা যায়। রিতা 'ফল' কে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে ফলগাছকে 'ফলযুক্ত' ও 'ফলবিহীন' এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করে। রিতার এই বিভক্তকরণ প্রক্রিয়া যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে রিতার বক্তব্য যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে প্রণীত। অন্যদিকে, রাজার বক্তব্য দ্বিতীয় নিয়মবিরুদ্ধ। এ কারণে তার বক্তব্যে সংকর বিভাগজনিত দোষে দৃষ্ট।

আমরা জানি, যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে একটি মূলসূত্রের ভিত্তিতে কোনো শ্রেণিবাচক পদকে তার অন্তর্গত দুটি উপশ্রেণিতে ভাগ করতে হবে। কিন্তু একটি মূল সূত্রের পরিবর্তে একাধিক মূলসূত্র অনুসরণ করলে সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেবে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় রিতা বৃক্ষমেলার বিভিন্ন গাছকে ৯০% ফলযুক্ত এবং ১০% ফলবিহীন গাছে বিভক্ত করেছে। রিতার এ বিভক্তকরণ প্রক্রিয়াটি হলো যৌক্তিক বিভাগ। কেননা এখানে যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজা যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে একটি সূত্রের পরিবর্তে দুটি সূত্র যথা ফল এবং পাতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বৃক্ষের গাছকে ভাগ করেছে। এর ফলে তার বক্তব্যে সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে রিতার বক্তব্যটি যৌক্তিক বিভাগ সম্মত হলেও রাজার বক্তব্যটি ভ্রান্ত বিভাগ হিসেবে পরিগণিত। সুতরাং যৌক্তিক বিভাগে এরূপ ভ্রান্তি এড়াতে যথাযথ নিয়ম মেনে চলা উচিত।

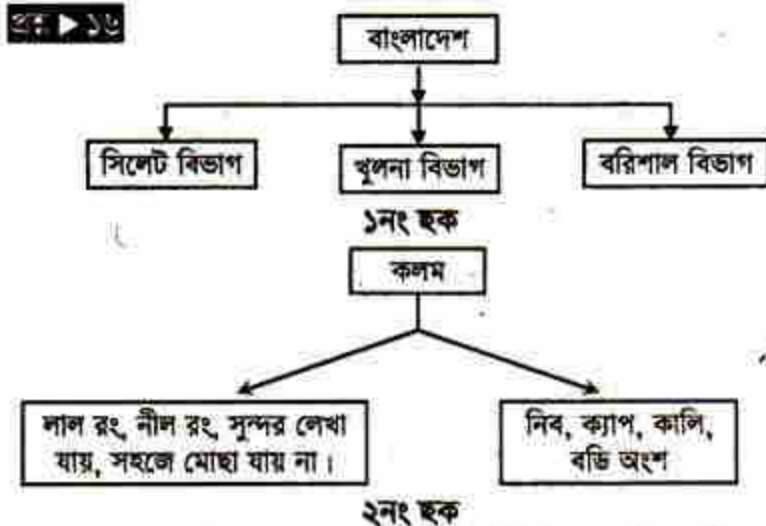
প্রঃ ১৫ রীতা ও মিতা বন্ধুদের সাথে বৃক্ষমেলায় গিয়েছে। বাড়ি ফিরলে বাবা জিজ্ঞেস করলো 'তোমরা কি কি গাছ দেখলে?' উত্তরে রীতা বললো, বিভিন্ন ধরনের গাছ দেখেছি। এর মধ্যে ৯০% গাছই ফলযুক্ত আর ১০% গাছ ফলবিহীন। বোনকে থামিয়ে দিয়ে মিতা বললো, না বাবা ৯০% গাছ ফলযুক্ত আর ১০% গাছ পাতাবিহীন। বাবা হেসে বললেন, মা মিতা, গাছকে এভাবে বিভাজন করা যায় না।

- ক. যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়ায় একই সময়ে কয়টি মূল সূত্র অনুসরণ করা হয়? ১
- খ. যৌক্তিক বিভাগ কী? ২
- গ. উদ্দীপকে রীতার বক্তব্যে যৌক্তিক বিভাগের কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে রীতা ও মিতার বক্তব্য যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম ও অনুপপত্তি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

সৃজনশীল ১৪ নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রঃ ১৬



[বরিশাল বোর্ড-২০১৬] প্রশ্ন নং ২/

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
- খ. দ্বিকোটিক বিভাগ করা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে ১নং হকে কোন ধরনের অনুপপত্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে? যৌক্তিক বিভাগের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের ২য় হকের ১ম ও ২য় অংশের তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নীতি বা সূত্রের ওপর ভিত্তি করে কোনো উচ্চতর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত নিম্নতর শ্রেণিসমূহের মধ্যে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া হলো যৌক্তিক বিভাগ।

খ যৌক্তিক বিভাগের অসুবিধা দূর করার জন্য দ্বিকোটিক বিভাগ করা হয়।

দ্বিকোটিক বিভাগের অর্থ হচ্ছে দু'ভাগে ভাগ করা। দ্বিকোটিক বিভাগ হলো কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত দুটি বিরুদ্ধ উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া। যেমন— 'প্রাণী' শ্রেণিকে তার অন্তর্ভুক্ত দুটি উপশ্রেণি 'মানুষ' ও 'অমানুষ' হিসেবে দু'ভাগে ভাগ করার প্রক্রিয়া হলো দ্বিকোটিক বিভাগ। কারণ এখানে মানুষ ও অমানুষ পরস্পরের দুটি বিরুদ্ধ পদ।

গ উদ্দীপকের ১নং হকে অব্যাপক বিভাগজনিত অনুপপত্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়মানুসারে, বিভক্ত উপজাতিগুলোর মিলিত ব্যক্ত্যর্থ জাতির ব্যক্ত্যর্থের সমান হবে। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করার ফলে যদি কোনো বিভাগে উপজাতির ব্যক্ত্যর্থ বিভাজ্য জাতির ব্যক্ত্যর্থ থেকে কম হয় তাহলে বিভাগটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। এরই নাম অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি। যেমন— 'মানুষ' শ্রেণিকে 'ধনী' ও 'মধ্যবিত্ত' উপজাতিতে ভাগ করলে এ ধরনের অনুপপত্তি ঘটেবে। কারণ এখানে দরিদ্র শ্রেণিটি বাদ দেওয়া হয়েছে। যার কারণে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মিলিত ব্যক্ত্যর্থ মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ থেকে কম।

উদ্দীপকের ১ম হকে বাংলাদেশকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের আরও পাঁচটি বিভাগ যথা— ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ উক্ত বিভক্তকরণ থেকে বাদ পড়েছে। যার কারণে 'বাংলাদেশ' নামক পদের ব্যক্ত্যর্থ সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের মিলিত ব্যক্ত্যর্থের সমান নয়। এ কারণে ১ম হকে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রঃ ১৭ শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, পৃথিবীতে কত ধরনের হরিণ আছে? উত্তরে কাজল বলল, পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের হরিণ আছে। যেমন, বন্যহরিণ, পোষা হরিণ, বাংলাদেশের হরিণ, ভারতের হরিণ, ডোরাকাটা হরিণ ও সাধারণ হরিণ।

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কাকে বলে? ১
- খ. যৌক্তিক বিভাগ কেন প্রয়োজন? ২
- গ. উদ্দীপকে 'হরিণ' সম্পর্কে কাজলের উত্তরে কোন জাতীয় অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত অনুপপত্তিগুলো কীভাবে এড়ানো যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ জাগতিক বিষয় সম্পর্কে সুসৃজল জ্ঞান লাভের জন্য যৌক্তিক বিভাগ প্রয়োজন।

যৌক্তিক বিভাগ একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি কতগুলো নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। এর মাধ্যমে জগতের অসংখ্য বিষয় সম্পর্কে

সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। দৈনন্দিন জীবনের কোনো জটিল বিষয় বোধগম্য না হলে আমরা বিষয়টাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে বোঝার চেষ্টা করি। এটাই যৌক্তিক বিভাগ। একইভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানও যৌক্তিক বিভাগের ভূমিকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ১৮ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

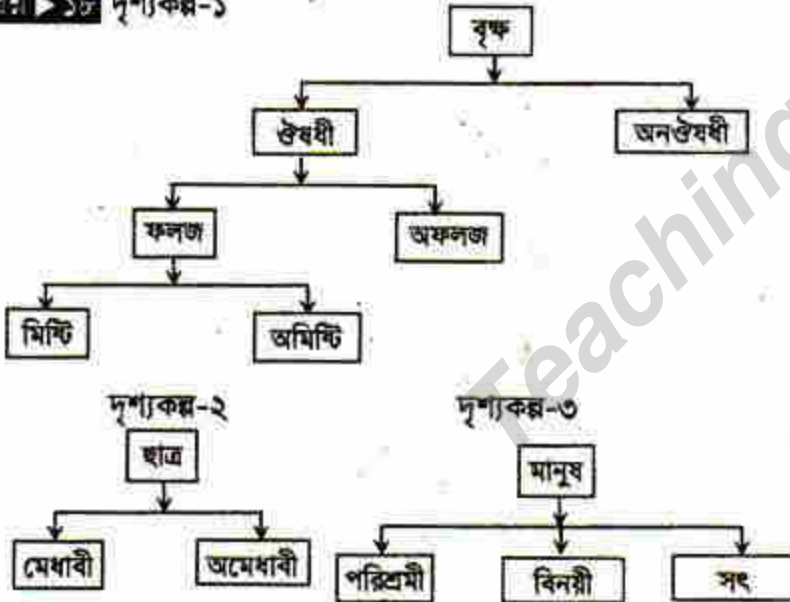
উত্তর যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মের মাধ্যমে উদ্দীপকে উল্লেখিত অনুপপত্তি এড়ানো যায়।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে, যৌক্তিক বিভাগে একটি মূলসূত্র ব্যবহার করে পদের বিভক্ত করতে হবে। অর্থাৎ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একই সময়ে একাধিক মূলসূত্র ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- 'শিক্ষা' মূলসূত্রের ভিত্তিতে মানুষ শ্রেণিকে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিত' এই দুটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। এরূপ বিভাগকরণের ফলে কোনো অনুপপত্তি ঘটবে না।

উদ্দীপকে কাজল হরিণকে বিভক্ত করতে গিয়ে তিনটি মূলসূত্রের সাহায্য নিয়েছে। যার ফলে অনুপপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কাজল যদি যেকোনো একটা মূলসূত্র তথা হরিণের প্রকৃতি বা অবস্থান বা চেহারার ওপর ভিত্তি করে হরিণকে বিভক্ত করতো তাহলে উল্লেখিত অনুপপত্তি এড়ানো যেত।

পরিশেষে বলা যায়, সংকর বিভাগ হচ্ছে একটি ভ্রান্ত বিভাগ। আর এই ভ্রান্তির কারণে আমরা কোনো পদের বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করতে পারি না। একইভাবে উল্লেখিত উদ্দীপকে কাজলের উত্তরে অনুপপত্তি ঘটার কারণে হরিণ সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পাওয়া সম্ভব হয়নি। এ কারণে আমাদের উচিত যৌক্তিক বিভাগে একটি মূল সূত্র ব্যবহার করা। তবেই উদ্দীপকে উল্লেখিত অনুপপত্তি এড়াতে পারব।

প্রশ্ন ১৮ দৃশ্যকল্প-১



নিচের তেজ কলেক্স, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২/

- ক. অজাগত-বিভাগ কী? ১
- খ. সরল ও মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়ার যৌক্তিক বিভাগ করা যায় না কেন? ২
- গ. দৃশ্যকল্প- ৩ এ যৌক্তিক বিভাগের কোন অনুপপত্তি লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প -১ ও দৃশ্যকল্প -২ এ নির্দেশিত বিভাগ দুটির তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অজাগত বিভাগ হলো জাতিবাচক পদের পরিবর্তে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করা।

খ. অখণ্ড ব্যক্তিগত অনুভূতি হওয়ায় সরল ও মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়ার যৌক্তিক বিভাগ করা যায় না।

মানব মনের মৌলিক অনুভূতিসমূহের কোনো যৌক্তিক বিভাগ করা যায় না। মৌলিক অনুভূতিগুলো শ্রেফ মানসিক প্রক্রিয়া। এগুলো অখণ্ড

ব্যক্তিগত অনুভূতি। এ কারণে আনন্দ, বেদনা, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার কোনো যৌক্তিক বিভাগ করা সম্ভব নয়।

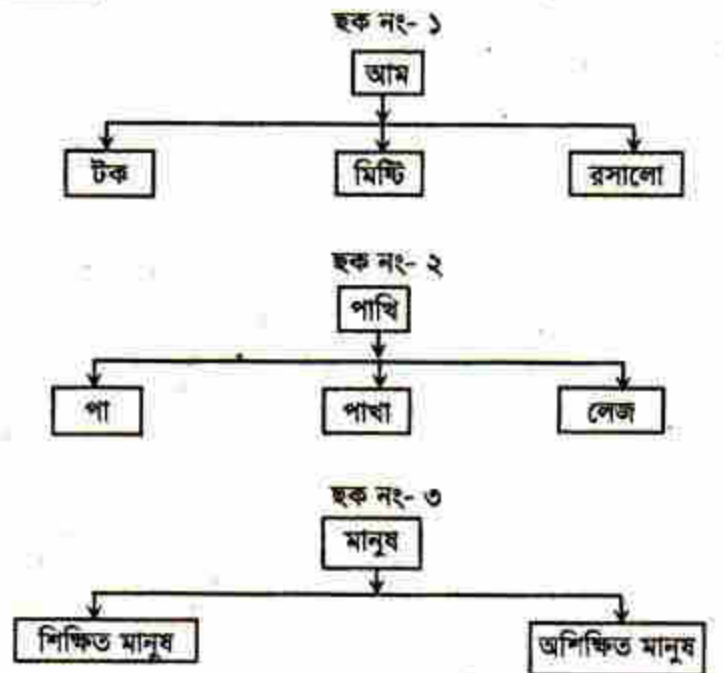
গ. দৃশ্যকল্প ৩ এ যৌক্তিক বিভাগের সংকর অনুপপত্তি লক্ষ করা যায়। যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী কোনো পদের বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাত্র নীতি অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু একটি নীতির পরিবর্তে যদি একাধিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তাহলে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- মানুষ পদকে লম্বা, কালো, শিক্ষিত এই তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত করলে সংকর অনুপপত্তি ঘটবে। কেননা এতে উচ্চতা, বর্ণ ও শিক্ষা নামক তিনটি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। দৃশ্যকল্প-৩ এ দেখা যায়, মানুষকে পরিশ্রমী, বিনয়ী ও সৎ- এই তিন উপজাতিতে বিভাগ করা হয়েছে। যাতে শ্রম, সৌজন্য ও সততা নামক তিনটি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। যা সংকর বিভাগ অনুপপত্তিকে নির্দেশ করে।

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ দ্বিকোটিক বিভাগ ও দৃশ্যকল্প-২ এ যৌক্তিক বিভাগ নির্দেশিত হয়েছে।

তুলনামূলক আলোচনা করলে উভয় বিভাগের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় উভয়েই যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, উভয়ের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি ব্যবহৃত হয়। উভয়ে একটি জাতিবাচক পদকে উপজাতিতে বিভক্ত করে। পক্ষান্তরে বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্বিকোটিক বিভাগের উপজাতিগুলো সর্বদা পরস্পর বিরুদ্ধ পদ হয়। কিন্তু যৌক্তিক বিভাগের উপজাতিগুলো সর্বদা বিরুদ্ধ পদ হয় না। দ্বিকোটিক বিভাগ একটি সহজ-সরল প্রক্রিয়া। কিন্তু যৌক্তিক বিভাগ দ্বিকোটিক বিভাগের চেয়ে জটিল। দ্বিকোটিক বিভাগে সংকর বিভাগ অনুপপত্তির আশঙ্কা না থাকলেও যৌক্তিক বিভাগ প্রায়ই সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিকোটিক বিভাগে যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়ম, মধ্যম রহিত নিয়ম ও বিরুদ্ধতার নিয়ম ব্যবহৃত হয়। তাই এর সুবিধা বেশি। অন্যদিকে যৌক্তিক বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম না থাকায় এর অসুবিধা বেশি।

প্রশ্ন ১৯



ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ২/

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কাকে বলে? ১
- খ. দ্বিকোটিক বিভাগ প্রক্রিয়াকে কেন আকারগত বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. দৃশ্যকল্প-৩ এ কোন বিভাগের প্রয়োগ ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর পার্থক্য উল্লেখ করো। দৃশ্যকল্প দুটিতে বর্ণিত বিষয় পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়কে নির্দেশ করে? ৪

ক. একটি নির্দিষ্ট নীতির আলোকে কোনো জাতিকে তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. দ্বিকোটিক বিভাগ প্রক্রিয়া একটি নির্ভুল আকারগত বিভাগ প্রক্রিয়া। দ্বিকোটিক বিভাগ হলো কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত দুইটি বিরুদ্ধ উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি মূলত একটি আকারগত প্রক্রিয়া। কারণ এখানে পদের বিভক্তকরণে কোনো বাস্তব গুণের প্রয়োজন হয় না। এ বিভাগ প্রক্রিয়ায় কোনো ভ্রান্তি বা অনুপপত্তি ঘটে না। কারণ এখানে আকারগত প্রক্রিয়ায় যৌক্তিক বিভাগের সকল নিয়ম অনুসরণ করা হয়। তাই দ্বিকোটিক বিভাগকে একটি আকারগত প্রক্রিয়া বলা হয়।

গ. দৃশ্যকল্প-৩ এ দ্বিকোটিক বিভাগের প্রয়োগ ঘটেছে। প্রখ্যাত ব্রিটিশ যুক্তিবিদ জেরেমি বেনথাম সর্বপ্রথম দ্বিকোটিক বিভাগের ধারণা প্রবর্তন করেন। দ্বিকোটিক বিভাগ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে কোনো শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদকে দুইটি উপজাতিতে ভাগ করা হয়। যাদের একটি হয় সদর্থক পদ অপরটি হয় নঞর্থক পদ। যেমন- মানুষকে "সুন্দর" ও "অসুন্দর" এরকম দুটি বিরুদ্ধ পদে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া হলো দ্বিকোটিক বিভাগ।

দৃশ্যকল্প-৩-এ মানুষ পদকে দুইটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়। এখানে সদর্থক পদটি হলো "শিক্ষিত মানুষ" এবং নঞর্থক পদটি হলো "অশিক্ষিত মানুষ" বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি বিভক্তিতে উপজাতিগুলো পরস্পর বিরুদ্ধ পদ হিসাবে বিবেচিত। এ কারণেই দৃশ্যকল্প-৩ এ দ্বিকোটিক বিভাগের প্রয়োগ ঘটেছে।

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ দ্বারা গুণগত বিভাগ ও দৃশ্যকল্প-২ দ্বারা অজ্ঞগত বিভাগ প্রতিফলিত হয়েছে। এদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো—

কোনো ব্যক্তিকে বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করা হলে তাকে অজ্ঞগত বিভাগ বলে। আবার কোনো বিশিষ্ট বস্তুকে তার বিভিন্ন গুণে বিভক্ত করাকে গুণগত বিভাগ বলে। দৃশ্যকল্প-১ এ দেখা যায়, আমকে টক, মিষ্টি, রসালো ভিত্তিতে আলাদা করা হয়েছে। এটি গুণগত বিভাগ। কারণ কোনো কিছুর টক, মিষ্টি, রসালো এই বস্তুর গুণকেই প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, দৃশ্যকল্প-২ এ দেখা যায়, পাখিকে পা, পাখা, লেজের ভিত্তিতে আলাদা করা হয়েছে। এটি অজ্ঞগত বিভাগ।

সাধারণত অজ্ঞগত বিভাগের বিভক্ত বিষয়গুলো আমাদের কাছে দৃশ্যমান থাকে। কিন্তু গুণগত বিভাগে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে অদৃশ্যমান। এর ফলে, সামগ্রিক ধারণা থেকে দৃশ্যমানের ভিত্তিতে আলাদা করা যায় অজ্ঞগত বিভাগকে। কিন্তু অজ্ঞগত বিভাগকে আলাদা করা যায় না।

উপরে উল্লিখিত পার্থক্যের মাধ্যমে স্পষ্ট যে দৃশ্যকল্প-১ হলো গুণগত বিভাগ ও দৃশ্যকল্প-২ হলো অজ্ঞগত বিভাগকে।

প্রশ্ন-২০ রমিজ সাহেব একজন সম্পদশালী লোক ছিলেন। তার মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ঐ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তির একত্রিত হন এবং মুসলিম উত্তরাধিকারী নীতি অনুযায়ী রমিজ সাহেবের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে দেন। ফলে সম্পদ নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান হয়। /আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯/

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
- খ. শ্রেণিবাচক পদ ব্যাখ্যা করো? ২
- গ. উদ্দীপকে রমিজ সাহেবের সম্পত্তি গণ্যমান্য ব্যক্তির যৌক্তিক বিভাগের কোন নিয়মের আলোকে ভাগ করে দেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. যৌক্তিক বিভাগের অনুসরণ করা আমাদের জন্য কেন অপরিহার্য- বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি নীতির ভিত্তিতে কোনো উচ্চতর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত নিম্নতর শ্রেণিসমূহে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াই হলো যৌক্তিক বিভাগ।

খ. যে পদ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে একটি শ্রেণিকে বোঝায় তাকে শ্রেণিবাচক পদ বলে।

শ্রেণিবাচক পদ একটি সামগ্রিক ধারণা। যেমন- মানুষ পদটি একটি শ্রেণিবাচক পদ। কারণ মানুষ পদ দিয়ে কোনো একটি বিশেষ মানুষকে না বুঝিয়ে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষকে বোঝায়।

গ. উদ্দীপকে রমিজ সাহেবের সম্পত্তি গণ্যমান্য ব্যক্তির যৌক্তিক বিভাগের 'একটি মূলনীতি' নিয়মের আলোকে ভাগ করে দেন।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মানুযায়ী, কোনো জাতিবাচক পদকে বিভক্তকরণে একটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। যেমন- যৌক্তিক বিভাগে 'মানুষ' পদকে 'সত্যতা' গুণের মানদণ্ডে সং ও অসং শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। কারণ এখানে 'সত্যতা' নামক একটি মূলনীতির অনুসরণ করা হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা গণ্যমান্য ব্যক্তির মুসলিম উত্তরাধিকার নীতির আলোকে রমিজ সাহেবের সম্পত্তি ভাগ করেছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তারা একটি মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

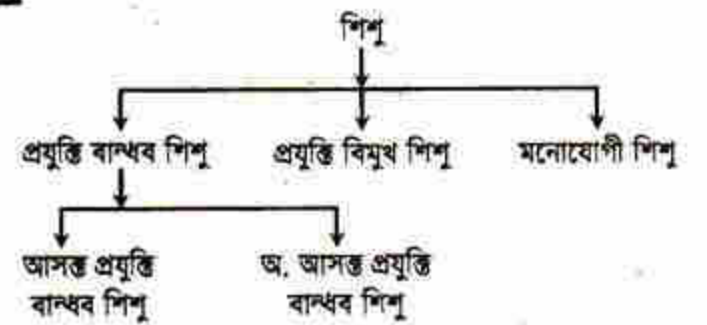
ঘ. যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে একটি শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদকে সঠিকভাবে ভাগ করা যায়। এ কারণে যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুসরণ করা অপরিহার্য।

যৌক্তিক বিভাগে একটি জাতি বা শ্রেণিবাচক পদকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে ভাগ করা হয়। কোনো জাতি বা শ্রেণিবাচক পদকে তার অন্তর্গত উপজাতিতে ভাগ করার সময় কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়, যেগুলোকে যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম বলে। যেমন- একটি নিয়মে বলা হয়েছে, জাতিবাচক পদকে তার অন্তর্গত দুটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করতে হবে। যার একটিতে ঐ পদের গুণ উপস্থিত থাকে, অন্যটিতে অনুপস্থিত থাকে। এই নীতি অনুসারে আমরা মানুষ নামক জাতিবাচক পদকে শিক্ষার ভিত্তিতে 'শিক্ষিত মানুষ' ও 'অশিক্ষিত মানুষ' পদে বিভক্ত করতে পারি।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে কোনো পদের বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি নীতি অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে একাধিক নীতি অনুসরণ করলেই সংকর বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- 'মানুষ' পদকে সং, ফর্সা ও জ্ঞানী এ তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হলে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। একারণেই আমাদেরকে কোনো পদের যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে প্রতিটি নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

সুতরাং বলা যায়, কোনো জাতি বা শ্রেণিবাচক পদের বিভাগ করতে হলে যথাযথভাবে যৌক্তিক বিভাগের ছয়টি নিয়মই অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি (Fallacy) ঘটবে। এরূপ অনুপপত্তি এড়ানোর জন্য আমাদেরকে যৌক্তিক বিভাগের প্রতিটি নিয়ম অনুসরণ করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন-২১



/ডিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২/

- ক. গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি কীভাবে ঘটে? ১
- খ. যৌক্তিক বিভাগ কীভাবে যৌক্তিক সংজ্ঞা থেকে পৃথক? ২
- গ. উদ্দীপকে 'শিশু' পদের যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'প্রযুক্তিবান্ধব শিশু' এর বিভাজন কী দ্বিকোটিক বিভাগ না যৌক্তিক বিভাগ? তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদের পরিবর্তে বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন গুণে বিভক্ত করলে গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে।

খ প্রকৃতিগত দিক থেকে যৌক্তিক বিভাগ যৌক্তিক সংজ্ঞা থেকে পৃথক। যুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত পদের দুটি দিক থাকে। একটি হলো পদের গুণগত দিক বা জাতার্থ এবং অন্যটি পরিমাণগত দিক বা ব্যক্ত্যর্থ। পদের গুণগত দিক বা জাতার্থ যৌক্তিক সংজ্ঞায় আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে, পরিমাণগত বা ব্যক্ত্যর্থ যৌক্তিক বিভাগে আলোচনা করা হয়। এ কারণেই যৌক্তিক বিভাগ যৌক্তিক সংজ্ঞা থেকে আলাদা।

গ উদ্দীপকে 'শিশু' পদের যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়াটি হলো অতিব্যাপক বিভাগ।

যৌক্তিক বিভাগে বিভাজ্য উপজাতির মিলিত ব্যক্ত্যর্থ মূল জাতির ব্যক্ত্যর্থের চেয়ে বেশি হলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে অতিব্যাপক বিভাগ বলে। যেমন: 'মুদ্রা'কে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, ব্রোঞ্জমুদ্রা ও অন্যান্য ধাতব মুদ্রা এবং ব্যাংক নোটে বিভক্ত করলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। কেননা মুদ্রার ব্যক্ত্যর্থের সাথে ব্যাংক নোটে অতিরিক্ত যোগ করায় মোট ব্যক্ত্যর্থ বেশি হয়েছে। ফলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে। উদ্দীপকের 'শিশু' পদকে প্রযুক্তিবান্ধব শিশু, প্রযুক্তিবিমুখ শিশু এবং মনোযোগী শিশু পদে বিভক্ত করা হয়েছে। বস্তুত প্রযুক্তির অবস্থানগত নীতির প্রেক্ষিতে শিশুকে কেবল প্রযুক্তিবান্ধব ও প্রযুক্তিবিমুখ পদে বিভাজন করা হলে মূল পদের ব্যক্ত্যর্থের সমান হবে। কিন্তু উদ্দীপকে অতিরিক্ত মনোযোগী শিশুদের সংযোজন করা হয়েছে। যার ফলে বিভাজ্য উপজাতির ব্যক্ত্যর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে অতিব্যাপক বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ প্রযুক্তিবান্ধব শিশু এর বিভাজন দ্বিকোটিক বিভাগকে নির্দেশ করে। যুক্তিবিদ বেনথাম দ্বিকোটিক বিভাগ নামে যুক্তিবিদ্যা একটি পদ্ধতি চালু করেন। যা সম্পূর্ণ বৃণগত প্রক্রিয়া। এতে কোনো পদের বিভাগ করার জন্য বাস্তব জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। দ্বিকোটিক শব্দের অর্থ হলো দুই ভাগে ভাগ করা বা কেটে ফেলা। এ প্রক্রিয়ায় একটি শ্রেণিবাচক পদকে তার অন্তর্গত দুটি বিরুদ্ধ উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন- মানুষ শ্রেণিকে 'স্বৈতকায় ও অস্বৈতকায়' এই দুই উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হলো দ্বিকোটিক বিভাগ। এ পদ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন। কেননা দ্বিকোটিক বিভাগ যুক্তিবিদ্যার দুটি মৌলিক নিয়ম বিরোধ নিয়ম ও মধ্যম রহিত নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিকোটিক বিভাগে উপশ্রেণি দুটোর মিলিত ব্যক্ত্যর্থ, বিভাজ্য শ্রেণির ব্যক্ত্যর্থের সমান। ফলে কোনোরূপ অনুপপত্তির আশঙ্কা থাকে না।

উদ্দীপকে প্রযুক্তি বান্ধব শিশুকে, আসক্ত প্রযুক্তি বান্ধব শিশু ও অ-আসক্ত প্রযুক্তিবান্ধব শিশু এ দুই বিরুদ্ধ উপজাতিতে ভাগ করা হয়েছে। যা দ্বিকোটিক বিভাগকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখিত বিভাগ প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিবান্ধব শিশুকে দুই ভাগে ভাগ করার ক্ষেত্রে বিরোধ ও মধ্যম রহিত নিয়ম ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এই বিভাগ টিকে দ্বিকোটিক বিভাগ বলাই শ্রেয়।

প্রশ্ন ২২

উদ্দীপক-১:



উদ্দীপক-২:



ক. দ্বিকোটিক বিভাগকে কেন নিখুঁত বিভাগ বলা হয়? ১

খ. 'সংবাদপত্র' পদটিকে 'পৃষ্ঠা' ও 'বিজ্ঞাপনের' ভিত্তিতে বিভক্ত করলে সেটি কোন ধরনের যৌক্তিক বিভাজন হবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক-১ এর যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এর যৌক্তিক বিভাজন কী যথার্থ হয়েছে বলে মনে করো? ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বিকোটিক বিভাগে কোনো ভুল বা অনুপপত্তি ঘটে না বলে এই বিভাগকে নিখুঁত বিভাগ বলা হয়।

খ 'সংবাদপত্র' পদটিকে পৃষ্ঠা ও বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে বিভক্ত করলে সেটি অজগত বিভাগ হবে।

শ্রেণিবাচক পদের পরিবর্তে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অংশে ভাগ করার প্রক্রিয়াই হলো অজগত বিভাগ অনুপপত্তি। যেমন- মানুষকে হাত, পা, মাথা, কান, ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হলো অজগত বিভাগজনিত অনুপপত্তির দৃষ্টান্ত। তেমনিভাবে সংবাদপত্র পদটিকেও পৃষ্ঠা ও বিজ্ঞাপনে বিভক্ত করলে যে অনুপপত্তি ঘটে তা অজগত বিভাগের দৃষ্টান্ত।

গ উদ্দীপক-১ এ অজগত বিভাগের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

অজগত বিভাগ হলো এক প্রকার ভ্রান্ত বিভাগ প্রক্রিয়া। কারণ যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়মে বলা হয়েছে, সবসময় একটি শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদকে ভাগ করতে হয়; কোনো বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে নয়। কিন্তু এই নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অজগত-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করা হলে অনুপপত্তি ঘটে তাই অজগত বিভাগ। যেমন- একটি ঘরকে চাল, দেয়াল, দরজা, জানালা অংশে ভাগ করা হলে অজগত বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটবে। কারণ এখানে জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদের পরিবর্তে বিশেষ বস্তুকে (ঘর) তার বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে। অনুরূপ অনুপপত্তি লঙ্ঘন করা যায় উদ্দীপক-১ এ।

উদ্দীপক-১ এ কম্পিউটারকে কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, সিপিইউ নামক অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এরূপ বিভাজন প্রক্রিয়া শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদ সংশ্লিষ্ট নয় নেহাত বস্তুগত। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপক-১ এর দৃষ্টান্ত হলো অজগত বিভাগ।

ঘ উদ্দীপক-২ এর বিভাজন প্রক্রিয়াটি যথার্থ বলে মনে করি। কারণ এই বিভাজন প্রক্রিয়াটি যৌক্তিক বিভাগের নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মে বলা হয়েছে, কোনো জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদকে সর্বদা একটি মূলনীতি অনুসারে বিভাজন করতে হবে, কোনোভাবেই একের অধিক নয়। এ নীতির কারণে আমরা 'শিক্ষা' মূলনীতির ভিত্তিতে 'মানুষ' জাতিকে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিত' উপজাতিতে ভাগ করতে পারি। তেমনিভাবে উদ্দীপক-২ এ যানবাহনের বৈশিষ্ট্য নীতির আলোকে যানবাহন নামক শ্রেণিবাচক পদকে হালকা, মাঝারি এবং ভারী হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি নীতি অনুসরণ করার কারণে এই বিভাজন প্রক্রিয়াটি যথার্থ।

অন্যদিকে যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়মে বলা হয়েছে, মূল জাতির ব্যক্ত্যর্থ এবং বিভাজ্য উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থ পরস্পর সমান হবে। এ নিয়ম অনুসারে, উদ্দীপক-২ এ যানবাহনকে হালকা, মাঝারি এবং ভারী পদে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল জাতির ব্যক্ত্যর্থ এবং বিভাজ্য উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থ পরস্পর সমান হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক বিভাগে ছয়টি নিয়ম অনুসারে জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদের বিভাজন করা হয়। যার দৃষ্টান্ত উদ্দীপক-২ এ লক্ষণীয়। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপক-২ এর বিভাজন প্রক্রিয়াটি যথার্থ।

প্রশ্ন-২৩ তিনটি দৃশ্যকল্পে তিনটি জিনিস দেখানো হলো:

দৃশ্যপট-১ : মানুষকে শিক্ষিত মানুষ, সুন্দর মানুষ ও সভ্য মানুষে বিভক্ত করা হলো।

দৃশ্যপট-২ : ব্যবসায়ীদের সং ব্যবসায়ী ও অসং ব্যবসায়ী হিসেবে ভাগ করা হলো।

দৃশ্যপট-৩ : একটি আমকে রস, মিষ্টি ও ঘ্রাণের ভিত্তিতে ভাগ করা হলো।

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ] প্রশ্ন নং ২/

ক. উন্নয়ন বিভাগ কাকে বলে? ১

খ. যৌক্তিক বিভাগকে কেন মানসিক প্রক্রিয়া বলে? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ ও ৩ এ বিভাগ পদ্ধতির যে দিকগুলো ফুটে উঠেছে সেগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌক্তিক বিভাগে সর্বোচ্চ পদ বা জাতির বিভক্তকরণে তার মধ্যবর্তী স্তর বা উপজাতি বাদ পড়লে যে যুক্তি দোষ ঘটে তাকে উন্নয়ন বিভাগ বলে।

খ যৌক্তিক বিভাগ মানসিক চিন্তার সমাজস্য বিধানে সহায়ক।

যৌক্তিক বিভাগে কোনো জাতিকে তার আসন্নতম উপজাতিতে বিভক্ত করার সময় মানসিকভাবে সামাজ্য বিধান করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই একটি নীতি অনুসরণ করে নির্ধারিত পদকে ভাগ করার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে হয়। অর্থাৎ পদের যৌক্তিক বিভাগের প্রাথমিক কাজ চিন্তার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এ কারণে বলা যায়, যৌক্তিক বিভাগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ পরস্পরাজ্ঞী বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক বিভাগের উপজাতিগুলো একটি থেকে অন্যটি আলাদা হবে। কিন্তু কোনো জাতির বিভাজ্য উপজাতিগুলো একটি অন্যটির সাথে মিলেমিশে থাকলে সেই বিভাজ্য প্রক্রিয়াটি ভ্রান্ত হয়। এ ভ্রান্ত প্রক্রিয়াই হলো পরস্পরাজ্ঞী বিভাগজনিত অনুপপত্তি।

দৃশ্যকল্প-এ ‘মানুষ’ পদকে শিক্ষিত, সুন্দর ও সভ্য এ তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে করে একটি বিভাগ অন্য আরেকটি বিভাগের সাথে মিশে গিয়ে পরস্পরাজ্ঞী বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ যৌক্তিক বিভাগ এবং দৃশ্যকল্প-৩ এ গুণগত বিভাগ ফুটে উঠেছে। যৌক্তিক বিভাগ ও গুণগত বিভাগের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে উভয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—

যৌক্তিক বিভাগে একটি মূলনীতির মাধ্যমে জাতি বা সর্বোচ্চ পদের বিভাগ করা হয়। অর্থাৎ এই বিভাগ প্রক্রিয়া একটি সূত্র বা নীতি ভিত্তিক। অন্যদিকে, গুণগত বিভাগের কোনো সূত্র বা নীতি নেই। যৌক্তিক বিভাগে একটি জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিতে ভাগ করা হয়। কিন্তু গুণগত বিভাগে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন গুণে ভাগ করা হয়। সর্বোপরি যৌক্তিক বিভাগে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পদ বিভক্ত করা হয় বলে এটি একটি ত্রুটিমুক্ত পদ্ধতি। অন্যদিকে, গুণগত পদ্ধতিতে যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়ম ভঙ্গ করা হয় বলে এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি।

অন্যদিকে চিত্র-৩ এ আমকে তার বিভিন্ন গুণসমূহে তথা রস, মিষ্টি ও ঘ্রাণে বিভক্ত করার কারণে গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে, যা একটি ভ্রান্ত বিভাগ।

পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক বিভাগ ও গুণগত বিভাগ দুটি ভিন্ন বিভাগ প্রক্রিয়া। যার দৃষ্টান্ত দৃশ্যকল্প-২ এবং দৃশ্যকল্প-৩-এ পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন-২৪ ঝুণু ছোটদের নিয়ে বাড়ির পাশে বাগানে ঘুরতে গেল। তখন তার ছোট ভাই পুলক গাছের পাতাকে ভাগ করতে গিয়ে বললো, “আম পাতা, জাম পাতা, শাল পাতা, নিম পাতা, আর চোখের পাতা।” আর তার বন্ধু তনয় বললো, “প্রাণী স্থলচর ও জলচর হয়।” বনে ঘুরতে ঘুরতে তারা একটি পাকা আম পেল। ঝুণু আমটিকে খোসা, মাংস, আঁটি ও বীজ এ ভাগ করল।

[খদি ক্রস কলেজ, ঢাকা] প্রশ্ন নং ২/

ক. দ্বিকোটিক বিভাগের প্রবত্তা কে? ১

খ. সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে কেন? ২

গ. ঝুণুর বিভাগ প্রক্রিয়া যৌক্তিক বিভাগের কোন নিয়মটি লঙ্ঘন করে? কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পুলক ও তনয়ের বিভাগ প্রক্রিয়া কি যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুসারে করা হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তিবিদ বেনথাম দ্বিকোটিক বিভাগের প্রবত্তা।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের ‘খ’ এর উত্তর দেখো।

গ ঝুণুর বিভাগ প্রক্রিয়া যৌক্তিক বিভাগের পঞ্চম নিয়মটি লঙ্ঘন করে। যা বিশিষ্টকরণ অজাগত বিভাগ অনুপপত্তির মধ্যে পড়ে।

বিশিষ্টকরণ অজাগত বিভাগ হলো যৌক্তিক বিভাগের একটি ত্রুটিপূর্ণ বা ভ্রান্ত বিভাগ। সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বা অংশসমূহে ভাগ করলে অজাগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। এ বিভাগের বিভক্ত বিষয়গুলো আমাদের কাছে দৃশ্যমান থাকে। যার ফলে আমরা স্বাভাবিক ধারণা থেকে একে আলাদা করতে পারি। যেমন কোনো গাছকে তার মূল, কাণ্ড, শাখা-পাতা, ফুল-ফল অংশে বিভক্ত করলে তা হবে অজাগত বিভাগ।

উদ্বীপকে বর্ণিত ঝুণু আমকে খোসা, মাংস, আঁটি ও বীজ এ ভাগ করে যা যৌক্তিক নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনো বস্তুকে তার বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছে। আর এ কারণে অজাগত বিভাগজনিত অনুপপত্তি পরিলক্ষিত হয়। যা যৌক্তিক বিভাগের পঞ্চম নিয়ম লঙ্ঘন করে।

ঘ পুলক ও তনয়ের বিভাগ প্রক্রিয়া যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুসারে করা হয়নি।

উদ্বীপকে পুলক ও তনয় এর বিভাগ প্রক্রিয়া তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অব্যাপক অনুপপত্তি ও অতি-ব্যাপক অনুপপত্তির ব্যবহার হয়েছে। পুলক গাছের পাতাকে ভাগ করতে যেয়ে আমপাতা, জামপাতা, শাল পাতা, নিমপাতা ও চোখের পাতা বিভাগে ভাগ করে অতি ব্যাপক অনুপপত্তির ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে তনয় প্রাণীকে স্থলচর ও জলচর এই ভাগে ভাগ করেছে এবং একটি ভাগ বাদ পড়ায় অব্যাপক অনুপপত্তির ব্যবহার ঘটেছে।

তাহলে বলা যায়, অতি-ব্যাপক এবং অব্যাপক অনুপপত্তির নিয়ম অনুসারে পুলক ও তনয় বিভাগ প্রক্রিয়া করেছে। যা যৌক্তিক নিয়ম অনুসারে করা হয়নি। যৌক্তিক নিয়ম অনুসরণ করলে তৃতীয় নিয়মটিও লঙ্ঘন হত না।

প্রশ্ন-২৫ হাসেম আলি কৃষি কাজের সুবিধার্থে উর্বরতার ভিত্তিতে তার জমিকে দুভাগে ভাগ করেছেন। তিনি উর্বর জমিতে তরমুজ চাষ করলেন, আর অনুর্বর জমিতে করলেন খামার। ব্যবসায়ী জলিল উদ্দিন তার কাছে তরমুজ কিনতে এসে সেগুলোকে মিষ্টি, স্বাদ, রং-এর ভিত্তিতে ভাগ করে দাম ঠিক করলেন।

[মতিবিন মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা] প্রশ্ন নং ২/

ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১

খ. জাতি ও উপজাতির সম্পর্ক কেন আপেক্ষিক? ২

গ. হাসেম আলির জমি ভাগ করার পদ্ধতি যৌক্তিক বিভাগের কোন নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো জলিল উদ্দিনের কর্মকাণ্ডে যৌক্তিক বিভাগের সঠিক চিত্র ফুটে উঠেছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি গ্রাহ্য নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াই হলো যৌক্তিক বিভাগ।

খ। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে জাতি ও উপজাতির সম্পর্ক আপেক্ষিক হয়।

জাতি ও উপজাতি উভয়ই সাপেক্ষ পদ যেখানে জাতি উপজাতির চেয়ে বড়। যেমন : 'জীব' পদটির সাথে 'মানুষ' পদের সম্পর্ক দেখালে জীব পদটি হবে জাতি এবং মানুষ পদটি হবে উপজাতি। আবার, 'সৃজন' পদের সাথে 'মানুষ' পদের সম্পর্ক দেখালে মানুষ পদটি হবে জাতি এবং সৃজন পদটি হবে উপজাতি। এরূপ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই জাতি ও উপজাতির সম্পর্ক আপেক্ষিক হয়।

গ। হাসেম আলির জমি ভাগ করার পদ্ধতি যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়ম হলো, কোনো জাতিবাচক পদকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে বিভক্ত করতে হলে একটি মাত্র মূলসূত্র গ্রহণ করতে হবে। যেমন— মানুষ জাতিকে 'শিক্ষা' নামক মূলসূত্র অনুসারে শিক্ষিত মানুষ ও অশিক্ষিত মানুষ উপজাতিতে বিভক্ত করা যায়।

উদ্দীপকের হাসেম আলি জমি ভাগ করার সময় যৌক্তিক বিভাগের একটি নিয়ম অনুসরণ করে উর্বরতার মানদণ্ডে জমি ভাগ করেছেন। অর্থাৎ তিনি উর্বরতার ভিত্তিতে জমিকে 'উর্বর' ও 'অনুর্বর' এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তার জমি ভাগ করার এই পদ্ধতি যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ। আমি মনে করি, জলিল উদ্দিনের কর্মকাণ্ডে যৌক্তিক বিভাগের সঠিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়ম হলো— কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিতে বিভক্ত করতে হলে একটি মূলসূত্র গ্রহণ করতে হবে। যেমন— 'মানুষ' নামক জাতিকে বিভক্ত করতে হলে মূলসূত্র হিসেবে 'সত্যতা' বা 'শিক্ষা' এর ওপর নির্ভর করে 'সং মানুষ' ও 'অসং মানুষ' বা 'শিক্ষিত মানুষ' ও 'অশিক্ষিত মানুষ' এভাবে বিভক্ত করতে হবে। কিন্তু কোনোভাবেই একটির বেশি সূত্রের ওপর নির্ভর করে বিভক্ত করা যাবে না।

উল্লিখিত উদ্দীপকে জলিল উদ্দিন তরমুজকে ভাগ করতে গিয়ে একই সাথে মিষ্টতা, স্বাদ, রং এর ভিত্তিতে ভাগ করেছেন। বস্তুত, যৌক্তিক বিভাগের মূলসূত্র সব সময় একটি হতে হবে। যা জলিল উদ্দিনের বিভক্তকরণ প্রক্রিয়ায় অনুপস্থিত। কারণ তিনি একই সাথে তিনটি নীতির ওপর নির্ভর করে তরমুজকে ভাগ করেছেন। এভাবে তিনটি সূত্রের মাধ্যমে 'তরমুজ'-কে ভাগ করায় জলিল উদ্দিনের কর্মকাণ্ডে সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায়, একটি জাতিবাচক পদকে তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করতে একটি সূত্রে মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবসায়ী জলিল উদ্দিন কয়েকটি নীতির ওপর নির্ভর করে তরমুজ ফলকে বিভক্ত করেছেন। তাই তার বিভক্তকরণে যৌক্তিক বিভাগের সঠিক চরিত্র ফুটে উঠেনি।

প্রশ্ন ২৬। নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর রফিক স্যার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ফলাফল এবং উপস্থিতির ভিত্তিতে বেশি মেধাবী এবং কম মেধাবী, কলেজিয়েট এবং নন-কলেজিয়েট শ্রেণিতে ভাগ করেন। অন্যদিকে হামিদা ম্যাডাম শুধু ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মেধাবী এবং কম মেধাবী হিসাবে ভাগ করেন।

- ক. দ্বিকোটিক বিভাগের অর্থ কী? ১
- খ. সংকর বিভাগ বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে রফিক স্যারের বিভাগটি কোন ধরনের বিভাগকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রফিক স্যার এবং হামিদা ম্যাডামের বিভাগকরণ কি যৌক্তিক বিভাগের নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দ্বিকোটিক বিভাগের অর্থ হলো কোনো কিছুকে দুইভাগে ভাগ করা।

খ. যৌক্তিক বিভাগে একাধিক মূলসূত্র গ্রহণ করা হলে উপজাতি বা উপশ্রেণিগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাকে সংকর বিভাগ বলে।

সংকর বিভাগ হলো এমন এক ধরনের বিভাগ যেখানে একটি মূলনীতির পরিবর্তে একাধিক মূলনীতি গ্রহণ করা হয়। যেমন- মানুষকে সং, বিদ্বান ও দীর্ঘকায় এভাবে বিভক্ত করা যায়। এখানে বিভাগের মূলসূত্র তিনটি। যথা- সত্যতা, বিদ্যা ও উচ্চতা। কাজেই বিভক্ত উপশ্রেণিগুলো পরস্পর মিশে যায়।

গ. উদ্দীপকে রফিক স্যারের বিভাগটি সংকর বিভাগকে নির্দেশ করে। একাধিক মূলনীতির ভিত্তিতে বিভক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হলে যে বিভাগ তৈরি হয় তাকে সংকর বিভাগ বলে। সংকর বিভাগে একাধিক নীতি অনুসরণ করা হয়। যেমন- ছাত্রকে পরিশ্রমী ও ভদ্রতাতে বিভক্ত করা হয়েছে। এখানে ছাত্রকে দুটি মূলনীতির ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে রফিক স্যার ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল এবং উপস্থিতির ভিত্তিতে মেধাবী এবং কম মেধাবী, কলেজিয়েট এবং নন-কলেজিয়েট শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, যেখানে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে। কারণ রফিক স্যার দুইটি মূলনীতির ভিত্তিতে ভাগ করেছেন। তাই রফিক স্যারের বিভাগটি সংকর বিভাগকেই নির্দেশ করে।

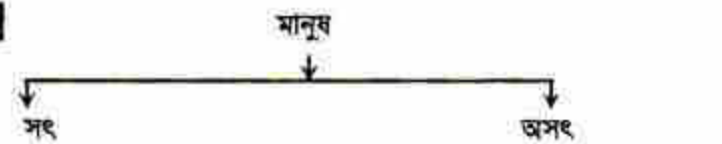
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রফিক স্যারের বিভাগটি সংকর বিভাগ হলেও হামিদা ম্যাডামের বিভাগটি যৌক্তিক বিভাগকে নির্দেশ করে।

একটি নির্দিষ্ট নীতি বা সূত্রের ভিত্তিতে কোনো শ্রেণিবাচক পদকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপশ্রেণিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। যেমন- মানুষ জাতিকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এইভাবেই যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়া একটি জাতিকে তার অন্তর্গত দুইটি উপজাতিতে ভাগ করা হয়।

উদ্দীপকে যৌক্তিক বিভাগ প্রয়োগ করে হামিদা ম্যাডাম ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাবী ও কম মেধাবী হিসেবে ভাগ করেন। কিন্তু রফিক স্যারের বিভাগটি যৌক্তিক বিভাগ নয়। বরং একটি সংকর বিভাগ। যেখানে দুইটি মূলসূত্র অনুসারে উপজাতিতে ভাগ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, একটি মূলসূত্র অনুসারে বিভক্ত করেছেন বলে হামিদা ম্যাডামের প্রক্রিয়াটি যথার্থ। কিন্তু রফিক স্যার একাধিক মূলনীতি অনুসরণ করায় তার প্রক্রিয়াটি যথার্থ।

প্রশ্ন ২৭



- ক. যৌক্তিক বিভাগ কাকে বলে? ১
- খ. মূলসূত্র বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের যৌক্তিক বিভাগের অন্য একটি পরিচয় আছে। ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. এই বিভাগ যৌক্তিক বিভাগের ছয়টি নিয়ম অনুসরণ করে, বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো একটি গ্রাহ্য নীতির ভিত্তিতে যখন কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করা হয় তখন তাকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. যে নির্দিষ্ট নীতি বা সূত্রের ভিত্তিতে পদকে বিভক্ত করা হয় তাই বিভাগের মূলসূত্র।

কোনো জাতিবাচক পদকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে বিভক্ত করতে হলে একই সময়ে একটি মাত্র মূলসূত্র গ্রহণ করতে হবে। যেমন- মানুষ জাতিকে 'সত্যতা' নামক মূলসূত্র অনুসারে 'সং মানুষ' ও 'অসং মানুষ' এই দুইটি পদে বিভক্ত করা যায়।

গ হ্যাঁ, উদ্ভীপকের যৌক্তিক বিভাগের অন্য একটি পরিচয় আছে। এটি হলো দ্বিকোটিক বিভাগ।

একটি সূত্র বা নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতি বা উচ্চতর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। যৌক্তিক বিভাগে একটি মূলসূত্র অনুসরণ করে বিভাগ করা হয়। অপরদিকে, দ্বিকোটিক বিভাগ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো শ্রেণিবাচক পদ বা জাতিকে দুটি উপজাতি বা সংকীর্ণ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যার একটি হলো সদর্থক পদ এবং অন্যটি হলো নঞর্থক পদ।

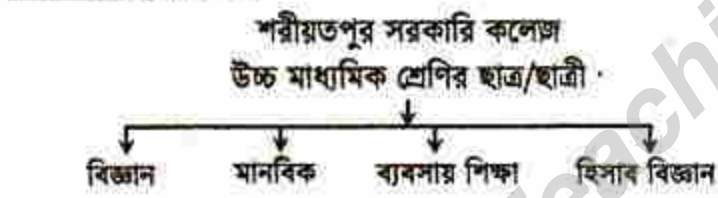
উদ্ভীপকে 'মানুষ' জাতিটিকে 'সং মানুষ' ও 'অসং মানুষ' এ দুটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এখানে একটি হলো সদর্থক পদ এবং অন্যটি হলো নঞর্থক পদ। এ কারণে বলা যায় এখানে দ্বিকোটিক বিভাগ প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্ভীপকের বিভাগটি হলো দ্বিকোটিক বিভাগ।

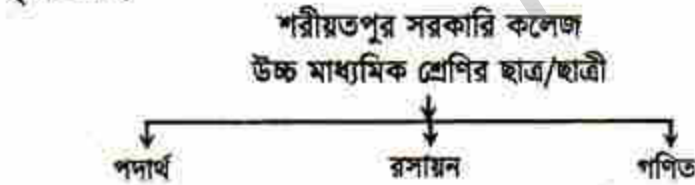
দ্বিকোটিক বিভাগ হলো কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত দুটি বিরুদ্ধ উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় একটি বৃহত্তর পদকে সদর্থক ও নঞর্থক নামক দুটি বিরুদ্ধ উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়। অর্থাৎ দ্বিকোটিক বিভাগে একটি জাতিকে এমন দুটি উপজাতিতে ভাগ করা হয় যাদের একটির মধ্যে উক্ত জাতির বিশেষ গুণ উপস্থিত থাকে এবং অন্যটির মধ্যে উক্ত গুণটি অনুপস্থিত থাকে। যেমন- মানুষকে 'শিক্ষা' নামক মূলসূত্র অনুসরণে শিক্ষিত মানুষ ও অশিক্ষিত মানুষ উপজাতিতে ভাগ করা যায়। এখানে একটি পদ সদর্থক এবং অন্যটি হলো নঞর্থক পদ।

উদ্ভীপকে মানুষকে 'সত্যতা' নামক মূলসূত্রের মাধ্যমে দুইটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এখানে বিভক্ত উপজাতিগুলো হলো সং মানুষ ও অসং মানুষ। এখানে দ্বিকোটিক বিভাগের সকল নিয়ম মেনে মানুষকে দুটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়। এখানে দুটি উপজাতিই বিরুদ্ধ পদ। তাই বলা যায়, এই বিভাগ 'যৌক্তিক বিভাগের' সকল নিয়ম অনুসরণ করে থাকে।

প্রশ্ন ২৮ দৃশ্যকল্প-১



দৃশ্যকল্প-২



/শরীয়তপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১০/

- ক. দ্বিকোটিক বিভাগ কাকে বলে? ১
- খ. দ্বিকোটিক বিভাগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এর ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগের কোনো ভুল প্রয়োগ হয়ে থাকলে তা উল্লেখ করো। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এবং দৃশ্যকল্প-১ এর মধ্যে কোনটি সঠিক বলে মনে করো? ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটা জাতিকে দুইটি বিরুদ্ধ উপজাতিতে ভাগ করাকে দ্বিকোটিক বিভাগ বলে।

খ যৌক্তিক বিভাগের অসুবিধা দূর করার জন্য দ্বিকোটিক বিভাগের প্রয়োজন পড়ে।

যৌক্তিক বিভাগে একটি জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহ ভাগ করা হয়। অর্থাৎ জাতির অন্তর্গত দুইটি বিরুদ্ধ উপজাতিতে ভাগ করা হয়।

একটি সদর্থক পদ এবং অন্যটি নঞর্থক পদ। এই বিভক্তিকরণ সহজ-সরল নয়। কারণ এতে ছয়টি নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। পাশাপাশি যৌক্তিক বিভাগ একটি রূপগত প্রক্রিয়া হলেও এটা অনেকাংশে বাস্তবভিত্তিক। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য যুক্তিবিদ জেরেমি বেনথাম দ্বিকোটিক বিভাগ নামে একটি সহজ পন্থা প্রণয়ন করেন। এতে খুব সহজেই জাতি থেকে দুটি উপজাতিতে বিভক্ত করা যায়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়মানুসারে বিভক্ত উপজাতিগুলোর মিলিত ব্যত্যর্থ জাতির ব্যত্যর্থের সমান হবে। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করার ফলে যদি কোনো বিভাগে উপজাতির ব্যত্যর্থ বিভাজ্য জাতির ব্যত্যর্থ থেকে বেশি হয় তাহলে বিভাগটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। যার নাম অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি। যেমন- যদি পথকে সড়ক পথ, আকাশ পথ, রেলপথ, নৌপথ ও জনপথ প্রভৃতি উপজাতিতে ভাগ করা হয় তাহলে এ ধরনের অনুপপত্তি ঘটবে। কারণ এখানে পথের বিভক্তকরণে জনপথকে অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে।

দৃশ্যকল্প-১ এ কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদেরকে চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বিভক্তকরণে হিসাব বিজ্ঞানকে অতিরিক্ত যোগ করার ফলে যৌক্তিক বিভাগের ভুল প্রয়োগ হয়েছে। যার ফলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এবং দৃশ্যকল্প-১ এর মধ্যে কোনোটিই সঠিক নয় বলে আমি মনে করি।

যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম অনুসারে বিভক্ত উপজাতিগুলোর মিলিত ব্যত্যর্থ জাতির ব্যত্যর্থের সমান হবে। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে অব্যাপক বিভাগ ও অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। বিভক্ত উপজাতির মিলিত ব্যত্যর্থ যদি জাতির ব্যত্যর্থের চেয়ে কম হয় তাহলে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। আর যদি কম বা সমান না হয়ে ব্যত্যর্থ বেশি হয় তাহলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে।

দৃশ্যকল্প-২ এ অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে। কারণ, দৃশ্যকল্প-২ এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভক্ত করা হয়েছে তিনটি বিভাগে। যেখানে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের আরও চারটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- বাংলা, ইংরেজি, জীববিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উক্ত বিভক্তকরণ থেকে বাদ পড়েছে। তাই জাতি ও উপজাতিতে বিভক্তকরণে উপজাতির ব্যত্যর্থ কম হয়েছে।

দৃশ্যকল্প-১ এর ক্ষেত্রে যে অনুপপত্তি ঘটেছে তা অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি। তাই দৃশ্যকল্প-২ এবং দৃশ্যকল্প-১ এর মধ্যে কোনোটিই সঠিক নয়।

প্রশ্ন ২৯ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ছাত্রদের বললেন- পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষ বাস করে। যেমন- বাংলাদেশি, ভারতীয়, জাপানি, ব্রিটিশ, আরবীয় ইত্যাদি। এছাড়া আরো বিভিন্ন ভাগে মানুষকে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। ঠিক তখন একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে বললো- একটি গরুরকে মাথা, পা, লেজ, গলা, শরীর, শিং ইত্যাদিতে ভাগ করা যায়। এ কথা শুনে ক্লাসে সবাই হেসে উঠল কিন্তু শিক্ষক বললেন, তোমার কথা সত্য হলেও এ ক্ষেত্রে যথার্থ নয়।

[দিউ গড়: দ্বিতীয় কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ২/]

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
- খ. যৌক্তিক বিভাগে কোন পদের প্রাধান্য পায়? ২
- গ. উদ্ভীপকে কোন বিষয়ের ইজিাত করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্ভীপকে মানুষ ও গরুর যে বিভাজন করা হয়েছে তার তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি সূত্রের ভিত্তিতে একটি জাতিবাচক পদকে তার অন্তর্গত দুটি উপজাতিতে পরিভক্ত করার প্রক্রিয়াই যৌক্তিক বিভাগ।

খ। যৌক্তিক বিভাগে জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদের প্রাধান্য পায়।
নিয়ম অনুযায়ী যৌক্তিক বিভাগ একটি শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদের মধ্যে সংঘটিত হবে। একটি মূলসূত্রের ভিত্তিতে সেই জাতিবাচক পদটিকে দুটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হবে। যেমন— মানুষ জাতিবাচক পদটিকে শিক্ষা নামক মূলসূত্রের ভিত্তিতে শিক্ষিত মানুষ ও অশিক্ষিত মানুষ এই দুই উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

গ। উদ্দীপকে দ্রাস্ত যৌক্তিক বিভাগকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
যৌক্তিক বিভাগের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে। যেগুলো অনুসরণ করলে বিভাগ শুদ্ধ হবে। কিন্তু নিয়মগুলো অনুসরণ না করলে বিভাগ দ্রাস্ত হবে। নিয়ম অনুযায়ী যৌক্তিক বিভাগের বিভাজ্য উপশ্রেণিগুলো ব্যত্যর্থ মিলিতভাবে মূল জাতির সমান হবে। উদ্দীপকে দেখা যায়, জাতির ভিত্তিতে মানুষকে বাংলাদেশী, ভারতীয়, জাপানী, ব্রিটিশ, আরবীয় প্রভৃতি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ফলে অন্যান্য দেশের মানুষগুলো বাদ পড়েছে যা দ্রাস্ত যৌক্তিক বিভাগকে নির্দেশ করে। যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী সর্বদা কোনো জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদকে বিভক্ত করতে হবে। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাগ করা যাবে না। যদি করা হয় তাহলে অঙ্গগত দ্রাস্ত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন— উদ্দীপকে এক ছাত্র গরুকে মাথা, পা, লেজ, গলা, শরীর, শিং ইত্যাদিতে ভাগ করেছে। যা দ্রাস্ত যৌক্তিক বিভাগকে নির্দেশ করে।

ঘ। উদ্দীপকে মানুষের বিভাগে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি এবং গরুর বিভাগে অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

উভয় বিভাগের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উভয়ই দ্রাস্ত যৌক্তিক বিভাগ। উভয়ের ক্ষেত্রে বিভাগের নিয়ম অনুসরণ করা হয় নি। বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষের বিভাগের ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। কিন্তু গরুর শ্রেণি বিভাগের ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। মানুষকে জাতির ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে। আর গরুকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে। মানুষের ব্যত্যর্থ বেশি আর গরুর ব্যত্যর্থ কম।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জাতির ভিত্তিতে মানুষকে বাংলাদেশী, ভারতীয়, জাপানী, ব্রিটিশ, আরবীয় প্রভৃতি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ফলে অন্যান্য দেশের মানুষগুলো বাদ পড়ে। যা অব্যাপক যৌক্তিক বিভাগ অনুপপত্তিকে নির্দেশ করে। উদ্দীপকে এক ছাত্র গরুকে মাথা, পা, লেজ, গলা, শরীর, শিং ইত্যাদিতে ভাগ করেছে। যা দ্রাস্ত যৌক্তিক বিভাগকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুসরণ না করায় উভয় ক্ষেত্রে অনুপপত্তি দেখা দিয়েছে। অতএব, সঠিক বিভাগের জন্য যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুসরণ করা জরুরি।

৩০। জাকির সাহেব বাজার থেকে দুই ছেলে রাফি ও মাহির জন্য ঈদের জন্য বেশ কিছু নতুন পোশাক কিনে আনলেন। ঈদের নতুন পোশাক পেয়ে তারা খুব খুশি। তাদের মা বললেন, “কোন কিছু ভাগ করতে সুস্পষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। তাই লালগুলো মাহি এবং অন্যগুলো রাফি এভাবে ভাগ করে নাও।”

(রাজপাহী কলেজ, রাজপাহী। প্রশ্ন নং ৬)

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কাকে বলে? ১
- খ. সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে বাবার বক্তব্যে নির্দেশিত যৌক্তিক বিভাগটি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মা ও বাবার বক্তব্যে নির্দেশিত যৌক্তিক বিভাগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক। কোনো একটি নীতি অনুসরণ করে বৃহত্তর শ্রেণিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণিতে ভাগ করাকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ। যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে একই সময়ে একটিমাত্র মূলসূত্রের পরিবর্তে একাধিক মূলসূত্র গ্রহণ করলে যে অনুপপত্তি দেখা দেয়, তাকে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বলে।

যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে একই সময়ে একটি মাত্র মূলসূত্র গ্রহণের পরিবর্তে একাধিক মূলসূত্র গ্রহণ করা হলে উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে যে অনুপপত্তি দেখা দেয় তাকে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বলে। যেমন— ‘মানুষ’ পদটিকে শিক্ষক, সৎ ও ভদ্র এভাবে বিভক্ত করলে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। কেননা এখানে বিভাগের মূলসূত্র হচ্ছে তিনটি।

গ। উদ্দীপকে বাবার বক্তব্যে যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মকে প্রতিফলিত করে।

যৌক্তিক বিভাগের ২য় নিয়ম অনুসারে যৌক্তিক বিভাগে একই সাথে একটি মূলসূত্র থাকবে। অর্থাৎ বিভক্তি করার সময়ে একের বেশি মূলসূত্র গ্রহণ করা যাবে না। যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে একই সময়ে একাধিক মূলসূত্র গ্রহণ করা হলে অনেক ক্ষেত্রেই বিভক্ত উপশ্রেণি বা উপজাতি সমূহের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করা যায় না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে কার্যত বিভাগায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই বিভাগায়নের সময় একটিমাত্র মূলসূত্র গ্রহণ করতে হবে।

উদ্দীপকে বাবা তার ছেলের ঈদের পোশাক ভাগ করে দেন। এক্ষেত্রে তিনি একটি মূলসূত্র গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তার এ বক্তব্যে যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মকে নির্দেশ করে।

ঘ। উদ্দীপকে মা ও বাবার বক্তব্যে যথাক্রমে সংকর বিভাগ ও যৌক্তিক বিভাগ প্রতিফলিত হয়েছে।

যৌক্তিক বিভাগের অনেকগুলো নিয়ম আছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় নিয়মে বলা হয়েছে যৌক্তিক বিভাগের মূলসূত্র একই সময়ে একটি মাত্র মূলসূত্র হবে। যৌক্তিক বিভাগে কখনোই একের অধিক মূলসূত্র গ্রহণ করা হয় না। উদ্দীপকে বাবা তার ছেলের একটি মূলসূত্র গ্রহণ করে পোশাকগুলো ভাগ করে দেন। তাই তার করা বিভাগটি হলো সংকর বিভাগ। অপরদিকে, যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে একই সময়ে একাধিক মূলসূত্র গ্রহণ করা হলে উপজাতি বা উপশ্রেণিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একের অধিক মূলসূত্র গ্রহণ করা হলে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। উদ্দীপকে মা তার ছেলের একের অধিক মূলসূত্র গ্রহণ করে পোশাকগুলো ভাগ করে দেন। তাই তার করা বিভাগটি হলো সংকর বিভাগ। অপরদিকে, যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে একই সময়ে একাধিক মূলসূত্র গ্রহণ করা হলে উপজাতি বা উপশ্রেণিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একের অধিক মূলসূত্র গ্রহণ করা হলে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। উদ্দীপকে মা তার ছেলের একের অধিক মূলসূত্র গ্রহণ করে পোশাকগুলো ভাগ করে দেন। কিন্তু যৌক্তিক বিভাগে সব সময় একটি মাত্র মূলসূত্র নেয়া হয়।

যৌক্তিক বিভাগ ও সংকর বিভাগ বস্তুত আলাদা। যৌক্তিক বিভাগে একটি মাত্র মূলসূত্র গ্রহণ করায় উপজাতি বা উপশ্রেণিগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে। অপরদিকে, সংকর বিভাগে একাধিক মূলসূত্র গ্রহণ করায় উপজাতি বা উপশ্রেণিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই বলা যায়, যৌক্তিক বিভাগ হলো বৈধ আর সংকর বিভাগ হলো অবৈধ।

পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক বিভাগ করার সময় অবশ্যই একটি মাত্র মূলসূত্র গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় যৌক্তিক বিভাগটি দ্রাস্ত হবে।

৩১। অধ্যক্ষ মহোদয় একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মেধার ভিত্তিতে দুই শাখায় বিভক্ত করতে বললেন। রহিম সাহেব ফলাফলের ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। কিন্তু করিম সাহেব ফলাফলের পাশাপাশি উপস্থিতির বিষয়টিও বিবেচনায় আনলেন।

(সিরকারি আজিজুল হক কলেজ, বাগুড়া। প্রশ্ন নং ২)

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
- খ. অঙ্গগত বিভাগ যৌক্তিক বিভাগ নয় কেন? ২

- গ. করিম সাহেবের বিভক্তকরণ প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের ত্রুটি পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বিভক্তিকরণে রহিম সাহেব ও করিম সাহেবের অনুসৃত পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি নীতি বা সূত্র অনুসারে কোনো জাতিকে অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. অজ্ঞগত বিভাগে যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুসরণ করা হয় না বলে তা যৌক্তিক বিভাগ নয়।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণিবাচক পদকে বিভক্ত করা গেলেও কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু এ নিয়ম অমান্য করে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করা হলে অজ্ঞগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটেবে। যেমন- মানুষকে হাত, পা, মাথা, কান, ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হলে অজ্ঞগত বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে। এই কারণে বলা হয়, অজ্ঞগত বিভাগ যৌক্তিক বিভাগ নয়।

গ. করিম সাহেবের বিভক্তকরণ প্রক্রিয়ায় সংকর বিভাগজনিত ত্রুটি পাওয়া যায়।

একাধিক মূল নীতির ভিত্তিতে বিভক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হলে যে বিভাগের উদ্ভব ঘটে তাকে সংকর বিভাগ বলে। বস্তুত যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে সর্বদা একটি মাত্র মূলনীতি অনুসরণ করে পদের বিভাজন করতে হবে। কিন্তু এই নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে সংকর বিভাগের উদ্ভব হয়। ফলে সংকর বিভাগে একাধিক মূলনীতি গ্রহণ করা হয়।

উদ্দীপকে করিম সাহেব ফলাফলের পাশাপাশি উপস্থিতির ভিত্তিতে বিভক্ত করেছেন। এখানে করিম সাহেবের বিভক্তকরণ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি সৃষ্টি হয়। কারণ করিম সাহেব দুইটি মূলনীতি গ্রহণ করেছেন। যার ফলে সংকর বিভাগজনিত ত্রুটি পাওয়া যায়।

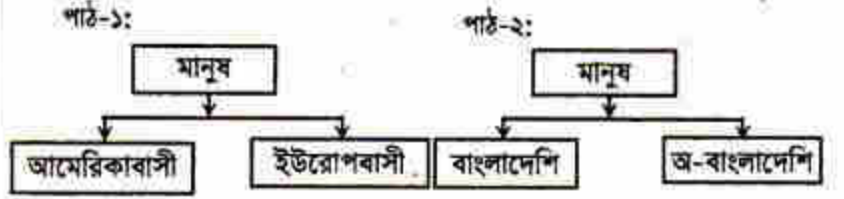
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত করিম সাহেবের বিভাগটি সংকর বিভাগ হলেও রহিম সাহেবের বিভাগটি যৌক্তিক বিভাগ। নিচে উভয় বিভাগের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

একটি নির্দিষ্ট নীতি বা সূত্রের ভিত্তিতে কোনো শ্রেণিবাচক পদকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপশ্রেণিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। যেমন- 'সত্যতা' গুণটিকে মূলসূত্র ধরে নিয়ে মানুষকে 'সং মানুষ' ও 'অসং মানুষ'— এ দুভাগে ভাগ করা হলো যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়া। অন্যদিকে একাধিক মূলনীতির ভিত্তিতে বিভক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হলে যে বিভাগের উদ্ভব ঘটে তাকে সংকর বিভাগ বলে। অর্থাৎ সংকর বিভাগে একাধিক নীতি থাকে। যেমন- 'লোকটি সং এবং শিক্ষিত'। এখানে সত্যতা ও শিক্ষা নামক দুটি মূলনীতি ব্যবহারের ফলে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে। আমরা জানি, যৌক্তিক বিভাগে পদের বিভক্তকরণের ছয়টি নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এ কারণে এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কিন্তু সংকর বিভাগে পদের বিভক্তকরণের কোনো নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। এ কারণে এটি একটি ভ্রান্ত বা লৌকিক প্রক্রিয়া।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায়, করিম সাহেব তার বিভাগ প্রক্রিয়ায় ফলাফল ও উপস্থিতি নামক দুটি নীতির ব্যবহার করেছেন। যা সংকর বিভাগকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, রহিম সাহেব ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভাগ করার ক্ষেত্রে শুধু পরীক্ষার ফলাফল নামক একটি নীতির সাহায্য নিয়েছেন। যা যৌক্তিক বিভাগকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত বিভাগ দুটির মূল কারণ হলো— বিভাগের নিয়ম অনুসরণ করা ও না করার প্রসঙ্গ। করিম সাহেব একাধিক সূত্রের সাহায্যে একটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন বলে তার বিভক্তকরণ প্রক্রিয়াটি ভ্রান্ত। অন্যদিকে, রহিম সাহেব একটি নীতির সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভক্ত করেছেন বলে তার বিভক্তকরণ প্রক্রিয়াটি সঠিক। তাই আমাদের যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলি মেনে চলা উচিত।

প্রশ্ন ৩২



[দিনাজপুর সরকারি কলেজ] প্রশ্ন নং ২/

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কাকে বলে? ১
- খ. নামবাচক পদগুলোর বিভাগ সম্ভব নয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে নির্দেশকৃত পাঠ-১ এ বিষয়টির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাঠ-১ ও পাঠ-২ এর মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি সূত্র বা নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতি বা উচ্চতর শ্রেণির তার অন্তর্গত উপজাতি বা নিম্নতর শ্রেণিসমূহে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. ব্যত্যর্থ না থাকার কারণে নামবাচক পদের যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়।

যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়া কেবলমাত্র জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যৌক্তিক বিভাগের মাধ্যমে জাতি বা শ্রেণিবাচক পদকে বিভিন্ন উপজাতি বা উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এ কারণে নামবাচক পদ হিসেবে হাবিব, নাবিল, সুজন ইত্যাদি পদের যৌক্তিক বিভাগ করা যায় না।

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত পাঠ-১ এর বিষয়টি অব্যাপক বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়মানুসারে, বিভক্ত উপজাতির মিলিত ব্যত্যর্থ মূল জাতির ব্যত্যর্থের সমান হবে। কিন্তু কোনো বিভাগে উপজাতির ব্যত্যর্থ মূল জাতির ব্যত্যর্থ থেকে কম হলে বিভাগটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। এরূপ ত্রুটিপূর্ণ বিভাগকে বলে অব্যাপক বিভাগ।

উদ্দীপকের পাঠ-১ এ মানুষ পদকে আমেরিকাবাসী ও ইউরোপবাসী পদে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই বিভক্তকরণ প্রক্রিয়ায় এশিয়াবাসী, অস্ট্রেলিয়াবাসী, আফ্রিকাবাসীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে মানুষ পদের ব্যত্যর্থ থেকে বিভাজ্য পদের ব্যত্যর্থ কম হয়েছে। এ কারণে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাঠ-১ এ অব্যাপক বিভাগ এবং পাঠ-২ এ যৌক্তিক বিভাগের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। নিচে উভয় বিভাগ প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো—

আমরা জানি, যৌক্তিক বিভাগের বিভক্ত উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতির সংখ্যার চেয়ে কম হলে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। বস্তুত এটি একটি ভ্রান্ত বিভাগ প্রক্রিয়া। যার দৃষ্টান্ত পাঠ-১ এ পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে একটি সূত্র বা নীতির ভিত্তিতে কোনো উচ্চতর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত নিম্নতর শ্রেণিসমূহে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। যৌক্তিক বিভাগে সর্বদা একটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। যেমন- পাঠ-২ এ 'নাগরিকত্বের' নীতির আলোকে মানুষ পদকে বাংলাদেশি হিসেবে যৌক্তিকভাবে ভাগ করা হয়েছে।

অব্যাপক বিভাগ প্রক্রিয়ায় উপজাতির ব্যত্যর্থ মূল জাতির ব্যত্যর্থের তুলনায় কম হয়। কিন্তু যৌক্তিক বিভাগে উপজাতির ব্যত্যর্থ এবং মূল জাতির ব্যত্যর্থ সর্বদা সমান হয়।

পরিশেষে বলা যায়, অব্যাপক বিভাগ প্রক্রিয়াটি ত্রুটিপূর্ণ হলেও যৌক্তিক বিভাগ একটি শূন্য প্রক্রিয়া। এ কারণে উদ্দীপকে উল্লিখিত পাঠ-১ এবং পাঠ-২ এর দৃষ্টান্তে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ৩৩ বাংলাদেশে শুধুমাত্র বি.সি.এস (শিক্ষা) ক্যাডারের সদস্য সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার। এ ক্যাডারের 'অধ্যাপক' শ্রেণিকে যদি প্রবীণ অধ্যাপক, যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক ও জনপ্রিয় অধ্যাপক ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় তাহলে অনুপপত্তি ঘটে। কারণ এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র তিনটি মূলনীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

(নোয়াখালী সরকারী কলেজ। প্রশ্ন নং ৩/)

- ক. যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মটি লেখো? ১
খ. দ্বিকোটিক বিভাগ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে পাঠ্যসূচির কোন বিষয়ের সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'যৌক্তিক বিভাগে মূলসূত্র সব সময় একটা হতে হবে'— উদ্দীপকের আলোকে তোমার নিজের মতো করে আলোচনা করো। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মটি হলো—যৌক্তিক বিভাগে সর্বদা একটি মাত্র মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে।

খ. যে প্রক্রিয়ায় কোনো শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদকে দুটি উপজাতিতে ভাগ করা যায় তাকে দ্বিকোটিক বিভাগ বলে।

দ্বিকোটিক বিভাগ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে কোনো শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদকে দুটি উপজাতিতে ভাগ করা হয়। যাদের একটি হয় সদর্থক পদ এবং অপরটি নঞর্থক পদ। অর্থাৎ দ্বিকোটিক বিভাগে বিভক্ত দুটি উপজাতি হলো পরস্পর বিরুদ্ধ পদ। যেমন- মানুষকে 'সুন্দর' ও 'অসুন্দর' এ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া হলো দ্বিকোটিক বিভাগ।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে পাঠ্যসূচির সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বিষয়ের সামঞ্জস্য আছে।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মে বলা হয়েছে বিভাগ করার সময় একের বেশি মূলসূত্র গ্রহণ করা যাবে না। যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় তবে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেবে। অর্থাৎ যৌক্তিক বিভাগে একটি মাত্র মূলসূত্র গ্রহণের পরিবর্তে একাধিক মূলসূত্র গ্রহণ করা হলে উপজাতি বা উপশ্রেণিগুলো যদি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে যৌক্তিক বিভাগে যে অনুপপত্তি ঘটে তাই সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি।

উদ্দীপকেও দেখা যায় বি.সি.এস (শিক্ষা) ক্যাডার 'অধ্যাপক' শ্রেণিকে যদি প্রবীণ অধ্যাপক, যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক ও জনপ্রিয় অধ্যাপক ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়, তাহলে অনুপপত্তি ঘটেবে। কারণ এক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে বিভাগ প্রক্রিয়ায় তিনটি মূলসূত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ. 'যৌক্তিক বিভাগে মূলসূত্র সব সময় একটা হতে হবে'— উক্তিটি যথার্থ।

যৌক্তিক বিভাগে মূলসূত্র বা মূলনীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত মূলনীতি বা মূলসূত্র হলো এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যার ভিত্তিতে কোনো জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক বিষয়কে তার অন্তর্ভুক্ত উপজাতিসমূহ বা উপশ্রেণিসমূহে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। কোনো মূলসূত্র বা মূলনীতি ধরে না নিলে সুগুঞ্জলভাবে বিভাজন করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রাণী একটি জাতিবাচক পদ। প্রাণীর অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতি যেমন: মানুষ, গরু, ছাগল, বানর, হরিণ, কুকুর, পাখি ইত্যাদি আছে। এখন প্রাণী নামক এই বিশাল জাতিবাচক পদটির বিভাজন প্রক্রিয়া আমাদের কাছে অজানা। এমতাবস্থায় কোনো সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ বা মূলনীতি না থাকলে আমাদেরকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়তে হবে। এরূপ সমস্যা এড়ানোর লক্ষ্যে যুক্তিবিদরা মূলনীতি বা মূলসূত্র অনুসরণের কথা বলেন।

যৌক্তিক বিভাগের মূলনীতি এমন হয় যার বৈশিষ্ট্য বিভাজ্য জাতির কিছু সংখ্যক সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং বাকি সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না। এ কারণে যৌক্তিক বিভাগে একের অধিক মূলসূত্র একই সময়ে গ্রহণযোগ্য নয়। এই নীতির কারণে আমরা 'শিক্ষা'

মূলনীতির ভিত্তিতে 'মানুষ' জাতিকে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিত' এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যৌক্তিক বিভাগে মূলসূত্র বা মূলনীতি একটি অপরিহার্য বিষয়।

প্রশ্ন ৩৪ শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, পৃথিবীতে কত ধরনের হরিণ আছে? উত্তরে নয়ন বলল, পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের হরিণ আছে। যেমন- বন্য হরিণ, পোষা হরিণ, বাংলাদেশের হরিণ, ভারতের হরিণ ও সাধারণ হরিণ।

(চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্কুল। প্রশ্ন নং ২/)

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কাকে বলে? ১
খ. অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি কখন ঘটে? ২
গ. উদ্দীপকে হরিণ সম্পর্কে নয়নের উত্তরে কোন জাতীয় অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত অনুপপত্তিগুলো কীভাবে এড়ানো যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কোনো একটি নীতি বা সূত্রের ওপর ভিত্তি করে একটি জাতিকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে বিভাগ করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকে হরিণ সম্পর্কে নয়নের উত্তরে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক বিভাগে বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যত্যর্থ মিলিতভাবে বিভাজ্য জাতিটির ব্যত্যর্থের সমান হবে। কিন্তু এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে যদি উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতিটির সংখ্যা থেকে বেশি করা হয় তাহলে বিভাগ ভ্রান্ত হবে। যা অতিব্যাপক বিভাগ নামে পরিচিত। এ বিভাগে উপজাতিগুলোর মধ্যে এমন একটি উপজাতি দেখানো হয়, যা বাস্তবে বিভাজ্য জাতিটির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই উপজাতিগুলোর মিলিত ব্যত্যর্থ জাতির ব্যত্যর্থ থেকে বেশি হয়। যেমন- মুদ্রাকে স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, তাম্র মুদ্রা, ব্রোঞ্জ মুদ্রা ও ব্যাংক নোটে ভাগ করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হরিণের শ্রেণি বিভাগ করতে যেয়ে নয়ন বন্য হরিণ, পোষা হরিণ, বাংলাদেশের হরিণ, ভারতের হরিণের সাথে সাধারণ হরিণের উল্লেখ করে। যা অতিব্যাপক বিভাগকে নির্দেশ করে।

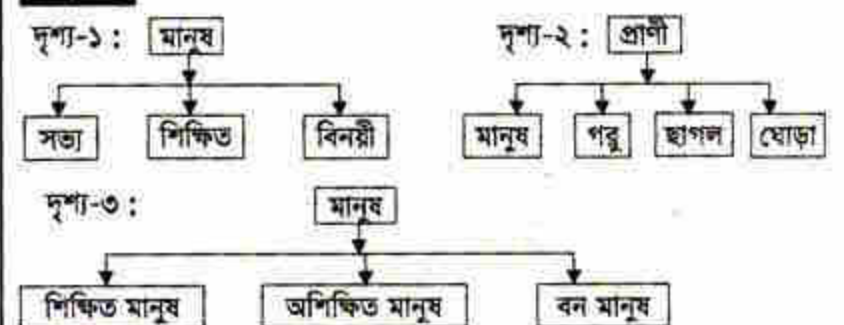
ঘ. যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে উদ্দীপকে উল্লেখিত অনুপপত্তি এড়ানো যায়।

যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়মানুযায়ী বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যত্যর্থ মিলিতভাবে বিভাজ্য জাতিটির ব্যত্যর্থের সমান হবে। যেমন- মানুষকে পুরুষ ও মহিলা উপজাতিতে ভাগ করলে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা মিলিতভাবে মানুষের সংখ্যার সমান হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নয়ন হরিণকে বন্য হরিণ, পোষা হরিণ, বাংলাদেশের হরিণ, ভারতের হরিণ ও সাধারণ হরিণ হিসেবে ভাগ করে। যাতে ভ্রান্ত বিভাগের উদ্ভব ঘটেছে। তাই ভ্রান্তি এড়ানোর জন্য নয়নকে সঠিকভাবে বিভাগ করতে হবে। যে হরিণের সঠিক বিভাগের জন্য বাংলাদেশি হরিণ ও অবাংলাদেশি এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, যৌক্তিক বিভাগের অনুপপত্তি দূর করার জন্য নিয়মাবলি প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই আমাদের উচিত সেগুলোকে যথার্থভাবে অনুসরণ করে অনুপপত্তি এড়িয়ে চলা।

প্রশ্ন ৩৫



(বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এত কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৩/)

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১
খ. সর্বনিম্ন উপজাতির যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয় কেন? ২
গ. দৃশ্য-১ এ কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্য-২ এবং ৩ এর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি গ্রাহ্য নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াই হলো যৌক্তিক বিভাগ।

খ. সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ. দৃশ্য-১ এ সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মানুযায়ী কোনো পদের বিভক্তকরণের সময় একটিমাত্র মূলসূত্র অনুসরণ করতে হবে। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে যদি একাধিক মূলসূত্র অনুসরণ করা হয় তাহলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে। আর এরূপ ভ্রান্ত বিভাগের নাম সংকর বিভাগ। যেমন— 'মানুষ' জাতিকে সং, ফর্সা ও জ্ঞানী এ তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হলে সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটবে। কারণ এখানে পদের বিভক্তকরণে একটির পরিবর্তে তিনটি মূলসূত্র (সততা, বর্ণ ও জ্ঞান) গ্রহণ করা হয়েছে।

দৃশ্য-১ এ 'মানুষ' পদকে সভ্য, শিক্ষিত ও বিনয়ী এ তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যৌক্তিক বিভাগে একটির পরিবর্তে তিনটি সূত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে দৃশ্য-১ এ সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. দৃশ্য-২ এ অব্যাপক বিভাগ এবং দৃশ্য-৩ এ অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে। নিচে উভয় বিভাগ প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—

যৌক্তিক বিভাগের বিভক্ত উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতিসংখ্যার চেয়ে কম হলে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। যেমন—দৃশ্য-২ এ প্রাণীকে মানুষ, গরু, ছাগল, ঘোড়া উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে উপজাতিগুলোর পরিমাণ জগতে সমস্ত প্রাণীর চেয়ে কম হয়েছে। এ কারণে দৃশ্য-২ এ অব্যাপক বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

অন্যদিকে, যৌক্তিক বিভাগের বিভক্ত উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতির সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। যেমন—দৃশ্য-৩ এ উল্লিখিত মানুষ পদকে শিক্ষিত মানুষ, অশিক্ষিত মানুষ ও বনমানুষে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতির সংখ্যা থেকে বেশি হয়েছে বলে অতিব্যাপক বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায়, অব্যাপক ও অতিব্যাপক উভয়ই ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ প্রক্রিয়া। এরূপ ত্রুটি বা অনুপপত্তি নিরসনে আমাদের যৌক্তিক বিভাগের বিভক্ত-উপশ্রেণিগুলোর বিভাজ্য জাতির ব্যক্ত্যর্থ সমান রাখতে হবে।

প্রশ্ন ৩৬ জামাল ও কামাল দু'ভাই। আন্নার মৃত্যুর পর আম গাছের ভাগ নিয়ে গোলমাল শুরু হলে জামাল বললো আম গাছে পাতা, ডাল, কান্ড প্রত্যেকটার ভাগ আমার চাই। একথা শুনে কামাল বলল, তুমি শিক্ষিত, সভ্য ও সামাজিক মানুষ হয়ে এমন ভাগের কথা কীভাবে বললে!

[বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, চরগাম। প্রশ্ন নং ৪/]

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কাকে বলে? ১
খ. সংকর বিভাগ বলতে কী বুঝ? ২
গ. কামালের বক্তব্যে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জামাল ও কামালের বক্তব্যে পাঠ্যবইয়ের আলোক বিচার করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি গ্রাহ্য নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াই হলো যৌক্তিক বিভাগ।

খ. যৌক্তিক বিভাগে একাধিক নীতি অনুসরণ করার কারণে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে সংকর বিভাগ বলে।

যৌক্তিক বিভাগে কোনো পদের বিভাগায়নে একটি নীতি অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে একাধিক মূলনীতি অনুসরণ করা হলে বিভাগ প্রক্রিয়ায় যে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তাকে সংকর বিভাগ বলে। যেমন: মানুষকে শিক্ষিত ও সং নামক পদে বিভক্ত করলে 'শিক্ষা' ও 'সততা' নামক দুটি মূলনীতি অনুসরণ করতে হয়। এ কারণে এটি সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তির দোষে দুষ্ট।

গ. কামালের বক্তব্যে পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক বিভাগের উপজাতিগুলো একটি থেকে অন্যটি আলাদা হবে। যেন একই সদস্য একাধিক উপজাতির মধ্যে থাকতে না পারে। কিন্তু এ বিষয়টি অমান্য করে কোনো জাতির বিভাজ্য উপজাতিগুলো একটি অন্যটির সাথে মিলেমিশে থাকে, তবে সেই বিভাজ্য প্রক্রিয়াটি ভ্রান্ত হয়। এ ভ্রান্ত প্রক্রিয়াই হলো পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ অনুপপত্তি।

উদ্বীপকে বর্ণিত ঘটনায় কামাল তার ভাই জামালকে শিক্ষিত, সভ্য ও সামাজিক বলে উল্লেখ করে। এর ফলে বিভক্ত উপজাতিগুলো পরস্পরের সাথে মিশে যায়। এক্ষেত্রে একটি উপজাতিকে অন্য উপজাতি থেকে আলাদা করা যায় না। অর্থাৎ উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছেদক হয় না। তাই কামালের বক্তব্যে পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. জামাল ও কামালের বক্তব্যে যথাক্রমে অজাগত বিভাগ ও পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে। নিচে উভয় বিষয় বিশ্লেষণ করা হলো—

যৌক্তিক বিভাগের একটি শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদকে ভাগ করতে হয়; কোনো বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে নয়। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদের পরিবর্তে বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গো বিভক্ত করা হলে অজাগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। যেমন—উদ্বীপকের জামাল আম গাছকে তার পাতা, ডাল, কান্ডে বিভক্ত করতে চায়। তার এই বিভক্তকরণ প্রক্রিয়া অজাগত বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বস্তুত এ ধরনের বিভাগ প্রক্রিয়ায় যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়ম লঙ্ঘিত হয়।

অন্যদিকে, যৌক্তিক বিভাগের চতুর্থ নিয়ম অনুযায়ী, 'বিভাজ্য উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছেদক হবে, যেন একটির সাথে অন্যটি মিশে না যায়।' অর্থাৎ যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে বিভক্ত উপজাতি বা উপশ্রেণিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকবে, যেন একটির সাথে অন্যটি মিশে না যায়। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেবে। যার দৃষ্টান্ত কামালের বক্তব্যে পরিলক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, অজাগত বিভাগ ও পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ উভয়ই ভ্রান্ত বিভাগ প্রক্রিয়া। আমরা যৌক্তিক বিভাগের প্রথম ও চতুর্থ নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলেই এরূপ অনুপপত্তি এড়াতে পারব।

প্রশ্ন ৩৭ মনা ও মীনা বন্ধুদের সঙ্গে বৃক্ষমেলায় গিয়েছে। বাড়ি ফিরলে বাবা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কী গাছ দেখলে? মনা বলল, 'যেসব গাছ দেখেছি তার ৮০% গাছই ফলযুক্ত আর ২০% ফল বিহীন। ভাইকে থামিয়ে দিয়ে মীনা বলল, 'না, বাবা, ৮০% গাছ ফলযুক্ত আর ২০% গাছ পাতা বিহীন। বাবা হেসে বললেন, 'মীনা, গাছকে এভাবে বিভাজন করা যায় না।'

[জামালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিনেট। প্রশ্ন নং ২/]

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কাকে বলে? ১
খ. বিভাগ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত জাতি এবং বিভাজ্য উপজাতির পরিমাণ সমান না হলে কী হয়? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্বীপকে মনার বিভাজন প্রক্রিয়ায় কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'মনা এবং মীনার উক্তিটি কীভাবে বাবার বক্তব্যকে প্রতিফলিত করে'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একটি নির্দিষ্ট নীতির আলোকে কোনো জাতিকে তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।

খ. যৌক্তিক বিভাগে বিভক্ত জাতি এবং বিভাজ্য উপজাতির পরিমাণ সমান হবে, অন্যথায় অনুপপত্তি ঘটবে।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়মানুযায়ী 'কোনো জাতি বা শ্রেণিকে বিভিন্ন উপজাতি বা উপশ্রেণিতে বিভক্ত করলে উভয়ের ব্যক্ত্যর্থ সমান হবে। যদি সমান না হয় তাহলে বুঝতে হবে ঐ উপজাতি বা উপশ্রেণি সংশ্লিষ্ট জাতি বা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয়।' এ নিয়ম লঙ্ঘন করে মূল পদের বা জাতির বিভক্ত উপজাতিগুলো কম বা বেশি হলে দুধরনের অনুপপত্তি ঘটবে। যথা—অব্যাপক অনুপপত্তি এবং অতিব্যাপক অনুপপত্তি।

গ. সৃজনশীল ১৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ৩৮ মি. জলিল একজন রিক্সাচালক। হঠাৎ একদিন এক যাত্রী নেমে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলেন তার রিক্সার ওপর একটি ব্যাগ পড়ে আছে। ব্যাগে অনেক টাকা। তিনি রিক্সায় আসা ঐ যাত্রীকে অনেকক্ষণ সন্ধান করে না পেয়ে নিকটস্থ থানায় গিয়ে ব্যাগটি জমা দেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যাগ খুলে দেখেন ব্যাগে ৩ লক্ষ টাকা রয়েছে। তখন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন— যেখানে শিক্ষিতদের কেউ কেউ অসৎকাজে লিপ্ত, সেখানে অশিক্ষিত ও নিম্ন আয়ের লোকদের মধ্যেও সততার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করলেন।

[সরকারি মফির কলেজ, এম নং ২]

- ক. যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়মটি কী? ১
- খ. উল্লেখন বিভাগ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. জলিলের মধ্যে কোন যৌক্তিক বিভাগের অনুপপত্তি ঘটেছে? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে পরস্পরাজ্ঞী বিভাগের উদ্ভব ঘটেছে— বিষয়টি মূল্যায়ন করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম হলো—যৌক্তিক বিভাগে বিভাজ্য জাতির ব্যক্ত্যর্থ এবং বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থ পরস্পর সমান হবে।

খ. যৌক্তিক বিভাগের উপজাতিগুলো একটি থেকে অন্যটি আলাদা হবে। যেন একই সদস্য একাধিক উপজাতির মধ্যে থাকতে না পারে। কিন্তু এ বিষয়টি অমান্য করে কোনো জাতির বিভাজ্য উপজাতিগুলো একটি অন্যটির সাথে মিলেমিশে থাকে, তবে সেই বিভাজ্য প্রক্রিয়াটি ভ্রান্ত হয়। এ ভ্রান্ত প্রক্রিয়াই হলো পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ অনুপপত্তি। যেমন: 'মানুষ'-কে বিদ্বান, ফর্সা ও সৎ হিসেবে ভাগ করলে বিভক্ত উপজাতিগুলো পরস্পরের সাথে মিশে যায়। এক্ষেত্রে উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছেদক হয় না। তাই পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. জলিলের মধ্যে সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মানুযায়ী কোনো পদের বিভক্তকরণের সময় একটিমাত্র মূলসূত্র অনুসরণ করতে হবে। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে যদি একাধিক মূলসূত্র অনুসরণ করা হয় তাহলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে। আর এরূপ বিভাগের নাম সংকর বিভাগ। যেমন- 'মানুষ' জাতিকে সৎ, ফর্সা ও জ্ঞানী এ তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত করা হলে সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটবে। কারণ এখানে পদের বিভক্তকরণে একটির পরিবর্তে তিনটি সূত্র (সততা, বর্ণ ও জ্ঞান) গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত মি. জলিলের মধ্যে অশিক্ষিত ও সৎ গুণ লক্ষণীয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মি. জলিলকে দুটি নীতির আলোকে বিভক্ত করা হয়েছে। এ কারণে এখানে সংকর বিভাগজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. উদ্দীপকে পরস্পরাজ্ঞী বিভাগের উদ্ভব ঘটেছে - উক্তিটি যথার্থ।

যৌক্তিক বিভাগের চতুর্থ নিয়ম হলো- 'যৌক্তিক বিভাগে উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছেদক হতে হবে। যাতে একটি পদের সাথে অন্য পদ মিশে না যায়।' এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে যদি কোনো পদের যৌক্তিক বিভাগ করা হয় তবে পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- অনেক সময় 'মানুষ' পদকে সৎ, কালো ও বৃদ্ধিমান হিসেবে ভাগ করা হয়। যেখানে উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছেদক বা আলাদা নয়। অর্থাৎ যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম অনুসারে, একজন মানুষ একই সাথে একাধিক উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এ কারণে এখানে পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায়, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মি. জলিলকে একই সঙ্গে অশিক্ষিত ও সৎ বলে উল্লেখ করেন। এর ফলে এ উপজাতিসমূহ পরস্পর বিচ্ছেদক না করে একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা ও সততা নামক দুটি ভিন্ন মূলনীতি থেকে উৎসারিত অশিক্ষিত ও সৎ নামক উপজাতিসমূহকে আলাদাভাবে উপস্থাপন না করে একত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ কারণেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্যে পরস্পরাজ্ঞী বিভাগের উদ্ভব ঘটেছে।

পরিশেষে বলা যায়, পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ একটি ত্রুটিপূর্ণ বিভাগ। মূলত যৌক্তিক বিভাগের উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছেদক না হওয়ার কারণে এই অনুপপত্তি ঘটে।

প্রশ্ন ৩৯

জীব

মেরুদণ্ডী অমেরুদণ্ডী

মানুষ অমানুষ

ভারতীয় অভ্যন্তরীণ

[সরকারি কে সি কলেজ, বিনাইদহ। এম নং ২]

- ক. যৌক্তিক বিভাগের ৬ষ্ঠ নিয়ম লঙ্ঘন করলে কোন অনুপপত্তি ঘটে? ১
- খ. সংকর বিভাগ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকটি পাঠ্য পুস্তকের যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের সুবিধা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যৌক্তিক বিভাগের ষষ্ঠ নিয়ম লঙ্ঘন করলে উৎক্রান্তি বা উল্লেখন বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে।

খ. সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের দ্বিকোটিক বিভাগের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

দ্বিকোটিক বিভাগ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে কোনো শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদকে দুটি উপজাতিতে ভাগ করা হয়। যাদের একটি হয় সদর্থক পদ অপরটি নঞর্থক পদ। অর্থাৎ দ্বিকোটিক বিভাগে বিভক্ত দুটি উপজাতি হলো পরস্পর বিরুদ্ধ পদ। যেমন- মানুষকে 'সুন্দর' ও 'অসুন্দর' এ দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া হলো দ্বিকোটিক বিভাগ।

উদ্দীপকে 'জীব' পদকে প্রথমে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী পদে 'মেরুদণ্ডী' পদকে মানুষ ও অমানুষ পদে এবং 'মানুষ' পদকে ভারতীয় ও অভ্যন্তরীণ পদে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি বিভক্তিতে উপজাতিগুলো পরস্পর বিরুদ্ধ পদ হিসেবে বিবেচিত। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের দ্বিকোটিক বিভাগের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের বিভাজনটি দ্বিকোটিক বিভাগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিচে যুক্তিবিদ্যার আলোকে এ বিভাগের সুবিধা বিশ্লেষণ করা হলো—

প্রখ্যাত ব্রিটিশ যুক্তিবিদ জেরেমি বেনথাম সর্বপ্রথম দ্বিকোটিক বিভাগের ধারণা প্রবর্তন করেন। এই বিভাগের উপশ্রেণিগুলোর মিলিত ব্যক্ত্যর্থ মূল শ্রেণির ব্যক্ত্যর্থের সমান। এ কারণে দ্বিকোটিক বিভাগে অব্যাপক বিভাগ ও অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। এ ছাড়াও বিরোধ নিয়ম ও মধ্যম রহিত নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে এতে সংকর বিভাগ বা পরস্পরাজ্ঞী বিভাগ নামক অনুপপত্তি ঘটে না।

বস্তুত দ্বিকোটিক বিভাগ একটি সহজ-সরল প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতিতে জাতিবাচক পদটিকে শুধু হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক পদে বিভক্ত করতে হয়। যেমন—উদ্দীপকের প্রতিটি ছকে বিভাজ্য পদগুলো হ্যাঁ-বাচক বা না-বাচক হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে। তাই যেকোনো ব্যক্তি কোনো নিয়ম ব্যতিরেকে এই বিভাগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিকোটিক বিভাগ হলো পদের বিভক্তকরণের একটি বিকল্প প্রক্রিয়া। এ কারণে দ্বিকোটিক বিভাগ প্রক্রিয়ার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও সীমিত পরিসরে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ৮০ মাহফুজ তার চাচার সাথে যুক্তিবিদ্যার একটি বিষয় 'যৌক্তিক বিভাগ' নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনা শেষে মাহফুজের চাচা মাহফুজকে প্রশ্ন করলেন— 'মাহফুজ, এবার মানুষ জাতিকে তুমি বিভিন্নভাবে ভাগ করে দেখাতে পারবে? মাহফুজ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল— 'জী চাচা, যেমন— বাংলাদেশি, ভারতীয়, জাপানি, ব্রিটিশ, আরবীয় ইত্যাদি। মাহফুজের চাচা আবার প্রশ্ন করলে— 'আর অন্য কীভাবে ভাগ করা যায়?' মাহফুজ চট করে উত্তর দিল— 'একটি গরুকে মাথা, পা, গলা, শরীর, লেজ, শিং ইত্যাদিতে ভাগ করা যায়।' মাহফুজের চাচা বললেন— 'তুমি কী বলতে পারবে, তোমার উত্তর কোন কোন বিভাগ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? মাহফুজ দ্বিধায় পড়ে চুপ করে রইলো। পরে মাহফুজের চাচা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

(আলমডাঙ্গা সরকারী ডিগ্রি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা। প্রশ্ন নং ১/)

- ক. অজ্ঞগত বিভাগ কী? ১.
- খ. অজ্ঞগত ও গুণগত বিভাগের কোনো পার্থক্য আছে কি? ২.
- গ. উদ্দীপকে মাহফুজ মানুষ শ্রেণিটিকে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হিসাবে যেভাবে ভাগ করেছে তাতে বিভাগের কোন নিয়মটি অনুসরণ করা হয়েছে? ৩.
- ঘ. উদ্দীপকে মাহফুজ একটি গরুকে যেভাবে ভাগ করেছে তাকে কোন ধরনের বিভাগ প্রক্রিয়া বলা যায়? বুঝিয়ে দাও। ৪.

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাগ করলে বিভাগের ক্ষেত্রে যে অনুপপত্তি সৃষ্টি হয় তাই অজ্ঞগত বিভাগ।

খ হ্যাঁ, অজ্ঞগত ও গুণগত বিভাগের পার্থক্য আছে। নিচে পার্থক্য লেখা হলো—

অজ্ঞগত বিভাগে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভক্ত করা হয়। আবার গুণগত বিভাগে কোনো বিশিষ্ট বস্তুকে তার বিভিন্ন গুণে বিভক্ত করা হয়। যেমন— হাত, পা, মানুষের অঙ্গ। সুতরাং এটি অজ্ঞগত বিভাগ। অন্যদিকে, আপেলকে স্বাদ, বর্ণ, গন্ধের ভিত্তিতে ভাগ করা যায়। তাই এটি গুণগত বিভাগ।

গ উদ্দীপকে মাহফুজ মানুষ শ্রেণিটিকে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হিসেবে যেভাবে ভাগ করেছে তাতে যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়মটি অনুসরণ করা হয়েছে।

বিভক্ত উপশ্রেণিগুলোর একত্রিত ব্যক্ত্যর্থ বিভাজ্যমূল শ্রেণিটার ব্যক্ত্যর্থের সমান হবে। মূল শ্রেণিকে যে সব উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয় তাদের একত্রিত ব্যক্ত্যর্থ মূল শ্রেণিটার ব্যক্ত্যর্থের সমান হতে হবে। যেমন

মানুষকে সং ও অসং দুই উপশ্রেণিতে ভাগ করা হলে সং মানুষ ও অসং মানুষ উপশ্রেণির একত্রিত ব্যক্ত্যর্থ মানুষ শ্রেণির ব্যক্ত্যর্থের সমান হবে। কিন্তু উপজাতিগুলোর মিলিত সংখ্যা জাতের সংখ্যার চেয়ে কম বা বেশি হলে বিভাগটি ভ্রান্ত হবে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত মাহফুজ মানুষ জাতিকে বাংলাদেশি, জাপানি, ব্রিটিশ, আরবীয় ইত্যাদি উপশ্রেণিতে/উপজাতিতে ভাগ করেন। এখানে উপজাতি গুলোর মিলিত ব্যক্ত্যর্থ জাতির ব্যক্ত্যর্থের সমান। যা যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়মের প্রতিফলন।

ঘ উদ্দীপকে মাহফুজ একটি গরুকে যেভাবে ভাগ করেছে তাকে অজ্ঞগত বিভাগ বলা যায়। নিচে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হলো—

কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভক্ত করা হলে তাকে অজ্ঞগত বিভাগ বলে। যেমন— একটি গাছকে তার গুঁড়ি, শিকড়, শাখা, পাতা, ফুল ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হলে তা হয় অজ্ঞগত বিভাগ। এ বিভাগের বিভক্ত বিষয়গুলো আমাদের কাছে দৃশ্যমান থাকে। যার ফলে বিভক্ত বিষয়গুলোকে আমরা সামগ্রিক ধারণা থেকে আলাদা করতে পারি।

উদ্দীপকে উল্লেখিত মাহফুজ একটি গরুকে মাথা, পা, গলা, শরীর, লেজ, শিং ইত্যাদিতে বিভক্ত করেছে। যা যৌক্তিক অজ্ঞগত বিভাগকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, যৌক্তিক বিভাগ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কিন্তু অজ্ঞগত বিভাগ অবৈজ্ঞানিক। একে লৌকিক পদ্ধতিও বলা হয়।

প্রশ্ন ৮১

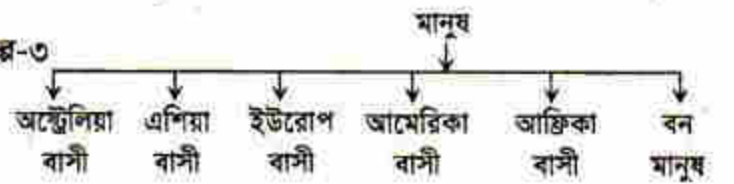
২. দৃশ্যকল্প-১



দৃশ্যকল্প-২



দৃশ্যকল্প-৩



(সরকারি সৈয়দ হাডেম আলী কলেজ, বরিশাল। প্রশ্ন নং ২/)

- ক. যৌক্তিক বিভাগ কী? ১.
- খ. আরোহমূলক লক্ষ্য কে আরোহের প্রাণ বলা হয়—কেন? ২.
- গ. দৃশ্যকল্প-১ এ যৌক্তিক বিভাগের কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩.
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এবং ৩ এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ করো। ৪.

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি গ্রাহ্য নীতির ভিত্তিতে কোনো জাতিকে তার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াই হলো যৌক্তিক বিভাগ।

খ আরোহ অনুমানের জানা আশ্রয়বাক্য থেকে অজানা সিদ্ধান্তে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে আরোহমূলক লক্ষ্য বলে। যেমন— ক, খ ও গ নামক ব্যক্তির মৃত্যু দেখে 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এরূপ অনুমান করার প্রবণতাই হলো আরোহমূলক লক্ষ্য। আরোহমূলক লক্ষ্য ছাড়া প্রকৃত আরোহের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এ কারণে আরোহমূলক লক্ষ্যকে আরোহের প্রাণ বলা হয়।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-২: যৌক্তিক বিভাগ

৩৯. পদের কোন দিকটি নিয়ে যৌক্তিক বিভাগ আলোচনা করে— [জ্ঞান] /নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/

- (ক) গুণের (খ) পরিমাণের
(গ) অর্থের (ঘ) তাৎপর্যের

৪০. যৌক্তিক বিভাগ কোনটির সহায়ক? [জ্ঞান] /নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/

- (ক) ইচ্ছা (খ) চিন্তা
(গ) স্মৃতি (ঘ) কল্পনা

৪১. প্রাণী জাতির নিকটতম উপজাতি কোনটি? [জ্ঞান] /নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/

- (ক) মানুষ (খ) বানর
(গ) গেরিলা (ঘ) শিম্পাঞ্জি

৪২. যৌক্তিক বিভাগে যে গুণের ভিত্তিতে বিভাজন করা হয় তার নাম কী? [জ্ঞান] /আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা/

- (ক) বিভক্তমূল (খ) বিভাগের মূলসূত্র
(গ) বিভাজক সংজ্ঞাশ্রেণি (ঘ) সহবিভাগ

৪৩. জাত্যর্থ বলতে নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে? [জ্ঞান]

- (ক) পদের সংখ্যার দিক
(খ) পদের গুণের দিক
(গ) পদের বর্ণনার দিক
(ঘ) পদের ব্যাখ্যার দিক

৪৪. কোনটির মাধ্যমে একটা জাতিকে তার উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়? [জ্ঞান]

- (ক) যৌক্তিক সংজ্ঞা (খ) যৌক্তিক বিভাগ
(গ) জাত্যর্থ (ঘ) ব্যক্ত্যর্থ

৪৫. নিচের কোনটি একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি? [জ্ঞান]

- (ক) যৌক্তিক বিভাগ (খ) গুণগত বিভাগ
(গ) অজগত বিভাগ (ঘ) বস্তুগত বিভাগ

৪৬. নিচের কোন প্রাণীটির বিভেদক লক্ষণ আছে? [জ্ঞান]

- (ক) বাদুড় (খ) মানুষ
(গ) তিমি (ঘ) বানর

৪৭. যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত পদের বিষয় বহনকারী দিক হলো— [অনুধাবন]

- i. গুণগত
ii. পরিমাণগত
iii. সংখ্যাগত

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪৮. 'সামাজিকতা' গুণটির ভিত্তিতে মানুষ শ্রেণিকে বিভক্ত করা যায়— [অনুধাবন]

- i. সামাজিক উপশ্রেণিতে
ii. অসামাজিক উপশ্রেণিতে
iii. শিক্ষিত উপশ্রেণিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪৯. যুক্তিবিদগণ যৌক্তিক বিভাগের জন্য কয়টি নিয়মের কথা বলেছেন? [জ্ঞান]

- (ক) চারটি (খ) পাঁচটি
(গ) ছয়টি (ঘ) সাতটি

৫০. কী ধরনের পদের যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব? [জ্ঞান] /আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা/

- (ক) একক পদ
(খ) বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ
(গ) ব্যক্ত্যর্থহীন পদ
(ঘ) জাতিবাচক পদ

৫১. বিভাগকরণ প্রক্রিয়ায় উচ্চতর জাতি বা শ্রেণি থেকে ক্রমানুসারে নিম্নতর উপজাতি বা শ্রেণির দিকে অগ্রসর হতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে কী হবে? [অনুধাবন] /আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা/

- (ক) উল্লম্বক বিভাগ অনুপপত্তি
(খ) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি
(গ) সংকর বিভাগ অনুপপত্তি
(ঘ) অজগত বিভাগ অনুপপত্তি

৫২. একটি জাতিকে উপজাতিতে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে একই সময় কয়টি মূলসূত্র অনুসরণ করতে হবে? [জ্ঞান] /হুদি ক্রস কলেজ, ঢাকা/

- (ক) একটি (খ) দুইটি
(গ) তিনটি (ঘ) চারটি

৫৩. যৌক্তিক বিভাগ হলো— [জ্ঞান] /বীরশ্রেষ্ঠ মুকী আকুর
রউফ পারলিক কলেজ, ঢাকা/

- ক) জাতির বিশ্লেষণ খ) শ্রেণির বিশ্লেষণ
গ) ব্যক্ত্যর্থের বিশ্লেষণ ঘ) জাত্যর্থের বিশ্লেষণ গ

৫৪. বিভাগের প্রতিটা ধাপ কেমন হবে? [অনুধাবন]

- ক) উপজাতি ভিত্তিক খ) জাতি ভিত্তিক
গ) জাত্যর্থ ভিত্তিক ঘ) সংজ্ঞা ভিত্তিক ক

৫৫. যৌক্তিক বিভাগের নিয়মগুলো অনুসরণ না করলে
কী ঘটে? [জ্ঞান]

- ক) অনুপপত্তি খ) অস্পষ্টতা
গ) ভ্রান্ত ধারণা ঘ) বিভ্রান্তি ক

৫৬. সক্রোটসকে প্রজ্ঞাবান, অপেশাদার মহান শিক্ষক,
সংসার বিমুখ, সাহসী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত
করলে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটবে? [প্রয়োগ]

- ক) সংকর বিভাগ অনুপপত্তি
খ) অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি
গ) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি
ঘ) অজগত বিভাগ অনুপপত্তি গ

৫৭. বিভাগ প্রক্রিয়া কেমন হতে হবে? [অনুধাবন]

- ক) ক্রমিক খ) বিচ্ছিন্ন
গ) গতিশীল ঘ) স্থবির ক

৫৮. মানুষ জাতিকে পিতা এবং অ-পিতা এভাবে
বিভক্ত করলে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটে?
[প্রয়োগ]

- ক) সংকর বিভাগ অনুপপত্তি
খ) উল্লম্বন বিভাগ অনুপপত্তি
গ) অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি
ঘ) অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি খ

৫৯. যৌক্তিক বিভাগের ষষ্ঠ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে যে
অনুপপত্তি ঘটে— [অনুধাবন]

- i. আক্রমিক বিভাগ
ii. অব্যাপক বিভাগ
iii. উল্লম্বন বিভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii খ

৬০. উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬০ ও ৬১ নম্বর প্রশ্নের
উত্তর দাও।

৬১. দিনে নাবিল জাতীয় জাদুঘরে ঘুরতে যায়।
তত্বের প্রবেশ করে সে লক্ষ করলো এখানে বিভিন্ন
শিল্পের মুদ্রা, তাম্রমুদ্রা, এলুমিনিয়াম মুদ্রা রয়েছে। মুদ্রার

৬০. পাশি নাবিল অনেকগুলো ছবি সংবলিত কাগজের নোটও
হলো।

৬০. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রকারভেদের সাথে মিল রয়েছে
কোনটির? [প্রয়োগ]

- ক) যৌক্তিক বিভাগের
খ) যৌক্তিক বিভাগের প্রাসঙ্গিকতার
গ) যৌক্তিক বিভাগের প্রকৃতির
ঘ) যৌক্তিক বিভাগের অনুপপত্তির ঘ

৬১. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুপপত্তি সংঘটিত হওয়ার
কারণ— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. উপজাতিগুলোর মিলিত ব্যক্ত্যর্থ বেশি
ii. যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘন
iii. উপজাতির মিলিত সংখ্যা জাতি অপেক্ষা বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

৬২. দ্বি-কোটিক বিভাগের বিভক্ত উপজাতিতে কোন
পদ বিদ্যমান থাকে? [জ্ঞান] /আব্দুল কাদের মোয়া সিটি
কলেজ, নরসিংদী/

- ক) একার্থক ও অনেকার্থক
খ) সদর্থক ও নঞর্থক
গ) সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ
ঘ) সরল ও যৌগিক খ

৬৩. দ্বিকোটিক বিভাগের কয়টি অংশ? [জ্ঞান] /শিকুর গাও
সরকারি কলেজ/

- ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫ ক

৬৪. দ্বিকোটিক প্রক্রিয়া কী? [অনুধাবন]

- ক) সংক্ষিপ্ত খ) দীর্ঘ
গ) পরিবর্তনশীল ঘ) স্থবির খ

৬৫. ইংরেজি 'Division by Dichotomy' শব্দটির
অর্থ কী? [জ্ঞান]

- ক) যৌক্তিক বিভাগ খ) দ্বিকোটিক বিভাগ
গ) অতিব্যাপক বিভাগ ঘ) সংকর বিভাগ খ

৬৬. দ্বিকোটিক বিভাগ হচ্ছে একটি— [অনুধাবন] /নটর
ডেম কলেজ, ঢাকা/

- i. বহুগত প্রক্রিয়া
ii. আকারগত প্রক্রিয়া
iii. সহজ-সরল প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii গ

৬৭. দ্বিকোটিক বিভাগে অনুপস্থিত— [অনুধাবন]

[কিশোরগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ, কিশোরগঞ্জ]

- বৈজ্ঞানিক মূল্য
 - আকারগত মূল্য
 - বস্তুগত মূল্য
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬৮ ও ৬৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী হলেও মানুষের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ মানুষের মধ্যেই সৎ ও অসৎ উভয় গুণাবলি বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ কিছু মানুষ সৎ আবার কিছু মানুষ অসৎ বৈশিষ্ট্যের হয়।

৬৮. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে তোমার পাঠ্যসূচির কোন বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? [প্রয়োগ]

- ক) অব্যাপক বিভাগ খ) ব্যাপক বিভাগ
গ) দ্বিকোটিক বিভাগ ঘ) অতিব্যাপক বিভাগ

৬৯. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টির সুবিধা হলো—

- [উচ্চতর দক্ষতা]
- এটি একটি সহজ ও সরল প্রক্রিয়া
 - এটি একটি বস্তুগত প্রক্রিয়া
 - এটি একটি আকারগত প্রক্রিয়া
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭০. কোনটির মাধ্যমে জাতি এবং উপশ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করা যায়? [জ্ঞান]

- ক) যৌক্তিক সংজ্ঞা খ) যৌক্তিক বিভাগ
গ) দ্বিকোটিক বিভাগ ঘ) সংকর বিভাগ

৭১. কোনটি একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া? [জ্ঞান]

- ক) জাত্যর্থ খ) ব্যক্ত্যর্থ
গ) বিভাগ ঘ) অনুপপত্তি

৭২. কোনটি বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদের দৃষ্টান্ত?

- [জ্ঞান]
- ক) মানুষ খ) পাখি
গ) উদ্ভিদ ঘ) বাংলাদেশের সংসদ

৭৩. যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তোমার মূল্যায়ন হবে — [উচ্চতর দক্ষতা] [আইটিইয়ন স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

- সকল বিষয়ে যৌক্তিক বিভাগ কার্যকর
- এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলোর ব্যক্ত্যর্থ যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা যায় না

iii. এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে বিভাজন

করতে গেলে বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭৪. যৌক্তিক বিভাগে কোনো জাতি বা শ্রেণিকে বিভক্ত করা হয়— [অনুধাবন]

- উপজাতিতে
 - উপশ্রেণিতে
 - যুগ্মশ্রেণিতে
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭৫. যে পদের ব্যক্ত্যর্থ অনুপস্থিত— [অনুধাবন]

- অন্বত
 - বর্ণিত
 - ঘনত
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৬ ও ৭৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

পাখির জগতের প্রায় সব ঘটনা বা বিষয়বলিকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা গেলেও কিছু বিষয় বা ঘটনাবলিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায় না। মানুষের মৌলিক অনুভূতিসমূহ যেমন সুখ, প্রেম, বিরহ প্রভৃতিকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে বিভাজন করা যায় না।

৭৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যতা রয়েছে কোনটির? [প্রয়োগ]

- ক) দ্বিকোটিক বিভাগের
খ) ব্যাপক বিভাগের
গ) অব্যাপক বিভাগের
ঘ) যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতার

৭৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কোনো জাতিকে বিভক্ত করা হয়— [উচ্চতর দক্ষতা]

- অপরতম উপজাতিতে
 - যুগ্মশ্রেণিতে
 - উপশ্রেণিতে
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii